



মানবিক
উন্নয়ন
কেন্দ্র

জানুয়ারি ২০২২

স্বপ্নবুলন

মাদকাসক্তি রুখবো, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বো



স্বপ্নবুনন

মাদকাসক্তি রুখবো, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বো



প্রাচছদ
রাজিব রায়

প্রথম সংখ্যা
প্রকাশ কাল: জানুয়ারি, ২০২২

লিয়াজেঁ অফিস
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং # ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : ০১৬৮৫৯৮২৯১২
০১৭৬৫৫২২৪২৮, ০১৭১৩০৬৪১০৩
ই-মেইল: proshika.muk.acfhd@gmail.com
pmuk@proshikabd.com
ওয়েবসাইট: www.proshikabd.com

উপদেষ্টা পরিষদ

সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী
কামরুল হাসান কামাল, উপপ্রধান নির্বাহী
আব্দুল হাকিম, উপপ্রধান নির্বাহী
শক্তিপদ চক্রবর্তী, সিএফও

সম্পাদক

শিবু কান্তি দাশ, পরিচালক, সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সহযোগী সম্পাদক

কাজী শিলা সুলতানা, সহকারী পরিচালক

বর্ণ বিন্যাস

মো. ইদ্রিস হোসেন, সহকারী পরিচালক (ডকুমেন্টেশন)
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ এবং
মো. আলাউদ্দিন ভূঁইয়া
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

প্রকাশক



প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রধান কার্যালয়: প্রশিকা ভবন
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬



শুভেচ্ছা বাণী

চেয়ারম্যান

গভার্ণিং বডি

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র “মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি” কর্মসূচি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ ম্যাগাজিনে অনেক তথ্যবহুল ও শিক্ষামূলক লেখা সংযোজিত হয়েছে। আমি মনে করি পাঠকবৃন্দ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং কমিউনিটি সদস্যগণ এই ম্যাগাজিন পাঠ করে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ও তা প্রতিরোধের ব্যাপারে সজাগ হবেন। আমি যতদূর জানি প্রশিকার “মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি” কর্মসূচিটি প্রশিকার ১৭৩ টি উন্নয়ন এলাকায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর ইতিবাচক ফলাফলও উল্লেখ করার মতো। উল্লেখ্য, প্রশিকা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

আমাদের দেশে মাদকের বিস্তার তথা মাদক সেবনকারী ও মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মাদক সেবন দেশে একটি মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। মাদক সেবনের ব্যাপকতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার বেশ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে- যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মাদকের ব্যবহার যাতে বিস্তার না ঘটে সে লক্ষ্যে প্রশিকা সারা দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। এক কথায় বলা যায়, প্রশিকা সুস্থ, নিরাপদ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করছে।

আমি মনে করি, প্রশিকা সমাজ উন্নয়নে যে মিশন নিয়ে কাজ করছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে প্রশিকা সংগঠিত সমিতি ও কমিউনিটি সদস্যগণ ইতোমধ্যে মাদকের কুফল ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং সচেতনতা অর্জন করেছেন। আমি জানি এ কাজে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী মহোদয় যথেষ্ট আন্তরিক। তার সক্রিয় উদ্যোগে কার্যক্রমটি গৃহীত হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, এই ম্যাগাজিনে যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে ম্যাগাজিনটি প্রকাশের জন্য যারা শ্রম ও সময় দিয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। আশা করি, এই কর্মসূচির পক্ষ থেকে আগামীতে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ অব্যাহত থাকবে।

Islam

রোকেয়া ইসলাম



শুভেচ্ছা বাণী

প্রধান নির্বাহী
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

আমাদের দেশে মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মাদকদ্রব্য সেবনের দিকে ক্রমাগত ঝুঁকে পড়ছে। মাদকাসক্তি পৃথিবীর কম বেশি সকল দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো যুব সমাজ মারাত্মকভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকাসক্তি পরিবার, ব্যক্তি, সমাজকে দুর্বল করে ফেলছে। মাদকের কুফল বহুমাত্রিক।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মাদকাসক্তির প্রকোপ ও প্রভাব প্রতিরোধের জন্য ২০১৮ সালে ‘মাদক প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি’ নামে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং নিয়মিত এই কর্মসূচি সারাদেশে বাস্তবায়ন করছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আমরা নিজস্ব অর্থায়নে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছি। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- সমাজে যাতে মাদকাসক্তির বিস্তার না ঘটে সেজন্য কমিউনিটি, প্রশিকার সমিতি, বিভিন্ন ক্লাব, সংঘ, সমিতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং স্থানীয় সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় কার্যক্রমের বিস্তার করা ও সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। মানুষ যেন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং নতুন করে কেউ যেন আসক্ত হয়ে না পড়ে, পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেন ভঙ্গুর হয়ে না পড়ে, পরিবারে শান্তি এবং স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

বিগত ৩ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রশিকার এই কর্মসূচি জনমনে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। প্রশিকা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নেয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি এই কর্মসূচি আরও অধিক পরিসরে সম্প্রসারণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তাদের পরামর্শ আমাদের জন্য উৎসাহের বিষয়। উল্লেখ্য, প্রশিকা বাংলাদেশ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ও সনদপ্রাপ্ত সংস্থা। আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সনদ ও সম্মতির ভিত্তিতে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, আগামী দিনেও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

কর্মসূচির উন্নয়ন ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় বিভাগের সকল কর্মী সাধ্যমতো পরিশ্রম করছে এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ম্যাগাজিনটি প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা রাখি, আগামীতে আরও বর্ধিত আকারে এই কর্মসূচির ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হবে।

সিরাজুল ইসলাম



বিভাগ প্রধানের কথা

বিভাগ প্রধান

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট। কারণ, তাদের উপর দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতি নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে দেশের যুবশক্তির একটি অংশ মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকিতে আক্রান্ত। দেশে মাদকের বিস্তার ঘটছে। যুবসমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী দেশের উন্নয়নে ও সুস্থ যুব সমাজ গড়ে উঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রশিকার প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের পরামর্শ ও নির্দেশনায় “মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি” কর্মসূচি গৃহিত হয়েছে। যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে উঠতে সহায়তা করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিকার প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা, পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ম্যাগাজিনটি প্রকাশের উৎসাহ পেয়েছি। ম্যাগাজিনটির বিষয়বস্তু সংযোজন, পরিমার্জন ও সংশোধনে সহায়তা করেছেন এই বিভাগের কর্মী কাজী শিলা সুলতানা ও আঃ রহিম মোল্লা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক জনাব শিবু কান্তি দাশ।

এটি আমাদের প্রথম প্রকাশনা তাই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। এই প্রকাশনার বিষয়ে যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনার জন্য নির্দেশনা হয়ে থাকবে। ম্যাগাজিনের কোনো লেখা, তথ্য অথবা বিষয়বস্তু যদি কারও উপকারে আসে তবে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই প্রকাশনার জন্য যারা লেখা, বিজ্ঞাপন এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রদীপ কুমার বিশ্বাস

সূচিপত্র

- প্রশিকা: সাংগঠনিক প্রেক্ষিত ॥ ০৬
- মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ॥ ০৭
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্তি ॥ ০৮
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ॥ ০৯
- মাঠপর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের বিস্তার ও অর্জন ॥ ১০
- দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা ॥ ১১
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় ॥ ১৫
- কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা সভা ॥ ১৬
- জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় ॥ ১৭
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ॥ ১৯
- জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা ॥ ১৯
- মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসংস্কৃতি কার্যক্রম ॥ ২০
- আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন ॥ ২১
- মাদকবিরোধী সমাবেশ ॥ ২২
- কেসস্টাডি সংগ্রহ ॥ ২৩
- প্রচারণা সামগ্রী তৈরী ॥ ২৪
- প্রবন্ধ ॥ মাদকদ্রব্যের প্রাচীন ইতিহাস ও এর ব্যবহার ॥ কামরুল হাসান কামাল ॥ ২৬
- প্রবন্ধ ॥ মাদকাসক্তি: কারণ, প্রতিক্রিয়া, সমাধান এবং প্রশিকার উদ্যোগ ॥ শিবু কান্তি দাশ ॥ ২৮
- নিবন্ধ ॥ মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা ॥ আঃ রহিম মোল্লা ॥ ৩১
- নিবন্ধ ॥ সর্বনাশা মাদকাসক্তি ॥ মোঃ রফিকুল কাশেম ॥ ৩৩
- নিবন্ধ ॥ নারী মাদকাসক্তি বাড়ছে, পারিবারিক নজরদারি জরুরী ॥ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস ॥ ৩৫
- অণুগল্প ॥ শোত ॥ কাজী শিলা ॥ ৩৬
- কবিতা ॥ মাদকমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন ॥ আবদুস সালাম ॥ ৩৯
- গণগান ॥ শরণ বড়ুয়া ॥ ৩৯
- গণনাটক ॥ আমার সন্তান আমার ভালবাসা ॥ ৪০
- স্লোগান ॥ ৪৮

প্রশিকা

সাংগঠনিক প্রেক্ষিত

ভিশন

প্রশিকা এমন একটি সমাজ চায় যা হবে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও টেকসই, সামাজিকভাবে ন্যায় সঙ্গত, পরিবেশগতভাবে নির্মল এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক।

মিশন

দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি নিবিড় সম্প্রসারিত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করাই প্রশিকার ব্রত।

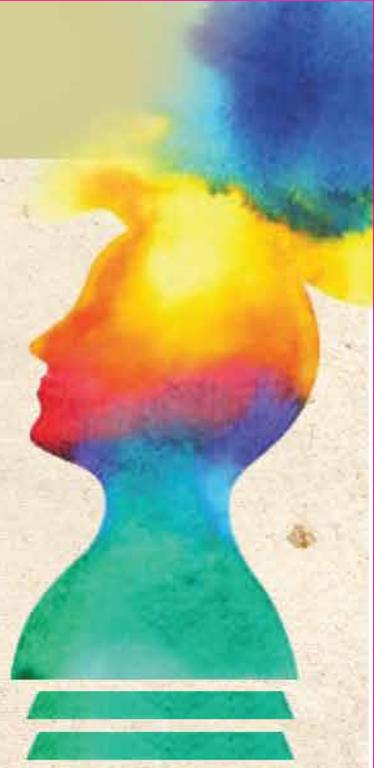
উদ্দেশ্য

- কাঠামোগত দারিদ্র্য বিমোচন
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন
- নারীর অবস্থার উন্নয়ন
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এবং
- গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার অর্জন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিকা গৃহীত কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দরিদ্রদের সংগঠন বিনির্মাণ, আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচি, মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সর্বজনীন শিক্ষা, গণসংস্কৃতি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন, মধু উৎপাদন ও বিপণন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, লিঙ্গ্যল এইড এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন কর্মসূচি। প্রশিকা দেশের দরিদ্র নারী পুরুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী ও সমন্বিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। দরিদ্রদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে সংগঠিত সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সেবা প্রদান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম, দ্বিগুণ মেয়াদী আমানত ভিত্তিক সঞ্চয় স্কীম এবং প্রশিকা বিশেষ সঞ্চয় স্কীম।

প্রশিকা দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি উন্নত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। স্থানীয় ও সরকারি সম্পদে দরিদ্রদের অভিজগ্যতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় তাদের উদ্বুদ্ধ করতে ও তাদের মধ্যে নেতৃত্বের সক্ষমতা গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করা। দরিদ্র মানুষের আয় ও সম্পদ অল্প, তারা সঞ্চয় করতে পারে না, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের সরকারি এবং সামাজিক সম্পদে অভিজগ্যতা কম, তারা সমাজে মর্যাদা পায় না, নারীরা যৌতুকসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়, আয়মূলক কাজের জন্য সহজে ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না, শিক্ষার সুযোগ কম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে প্রশিকা দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর এবং বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিকার সাফল্য অনেক বেশি ও স্থায়িত্বশীল হয়েছে।



মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, প্রশিকা এই কর্মসূচি সারা বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন এলাকায় সমভাবে বাস্তবায়ন করছে।

উদ্দেশ্য

- সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা।
- মাদকমুক্ত সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলা।
- মাদকাসক্তদের পরিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ক্ষতি রোধ পূর্বক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কর্মসূচির পরিধি

- ◆ উন্নয়ন এলাকা ১৭৩
- ◆ শাখা কার্যালয় ২৬২
- ◆ উপজেলা ২৬৬
- ◆ জেলা ৫৫

কার্যক্রমসমূহ

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়।
২. দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি সদস্যদের সাথে আলোচনা।
৩. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়।
৪. প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা সভা।
৫. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়।
৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
৭. জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা।
৮. মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসংস্কৃতি কার্যক্রম।
৯. আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন।
১০. উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী সমাবেশ।
১১. কেসস্টাডি সংগ্রহ।
১২. মাদকবিরোধী ও সচেতনতামূলক প্রচারণা সামগ্রী তৈরী ও বিতরণ।



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রাপ্তি

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ আর যুব সমাজ হলো উন্নয়নের মূলশক্তি। মাদকাসক্তির বিধ্বংসী প্রসারে দেশের যুবসমাজ আজ অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে। ভবিষ্যত উন্নয়নের কারিগর যুব সম্প্রদায়কে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দক্ষ ও চৌকস জনশক্তি রূপে দেখতে চায়। প্রশিকার উন্নয়ন আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো যুব সম্প্রদায়কে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তাই দেশের মাদকাসক্তির ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে ২০১৮ সালে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মাদকের প্রসার রোধে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করে। মাদক নিরসনে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার প্রত্যয়ে ২০১৯ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র। ২০২১ সালে তৃতীয় বারের মতো নিবন্ধন সনদ পেয়ে প্রশিকা সারাদেশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।



নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি-২০১৯



নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি-২০২০



নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তি-২০২১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক মহোদয় এর সাথে সাক্ষাৎ ও প্রশিকার মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিতকরণ।



জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, পিএএ, মহাপরিচালক



জনাব মোঃ আহসানুল জব্বার, সাবেক মহাপরিচালক



জনাব ম. নূরুজ্জামান শরীফ, এনডিসি, পরিচালক



জনাব মুকুল জ্যোতি চাকমা, উপপরিচালক

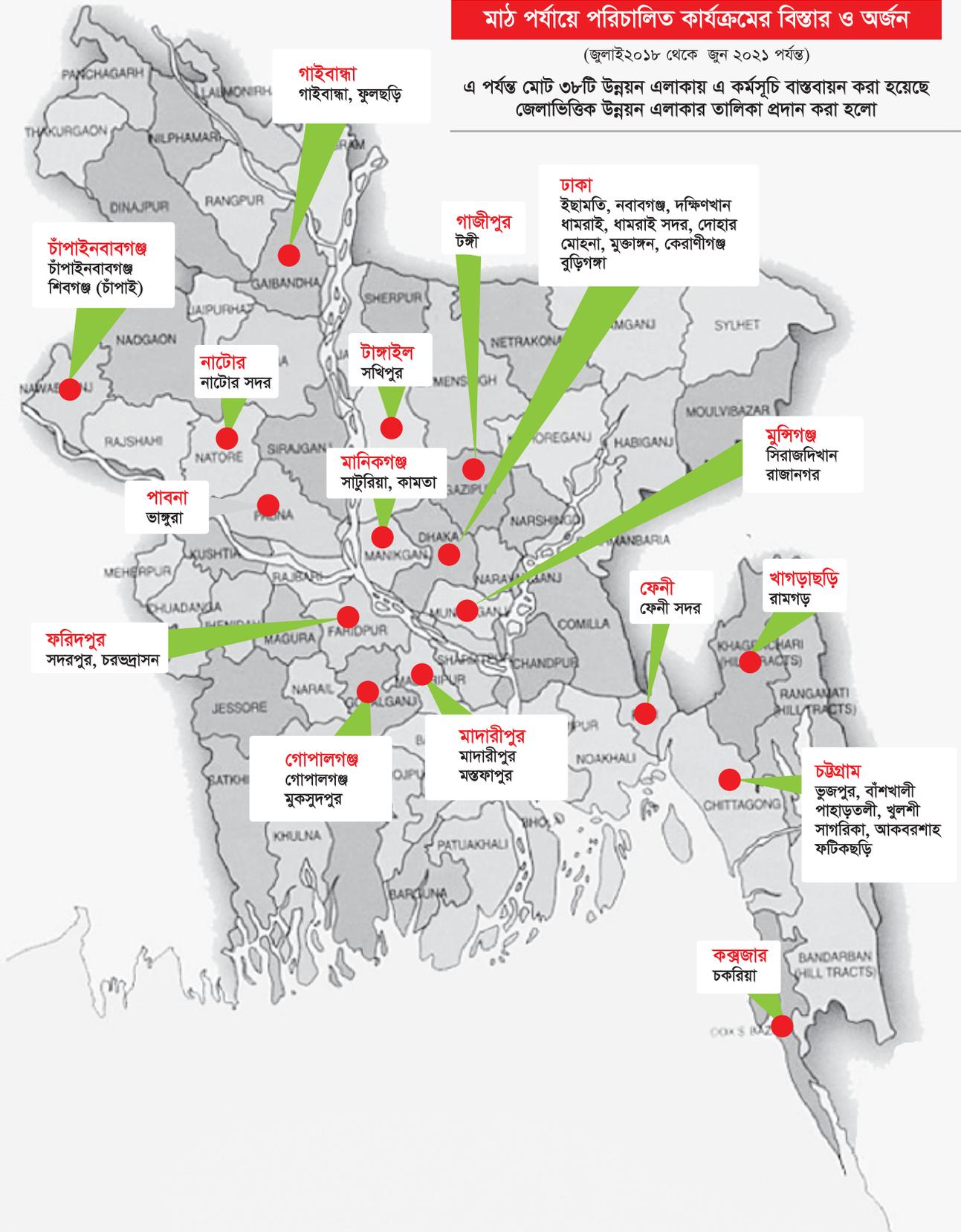


জনাব মোঃ কাউছারুল হাসান, সহকারী পরিচালক

মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের বিস্তার ও অর্জন

(জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

এ পর্যন্ত মোট ৩৮টি উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে
জেলাভিত্তিক উন্নয়ন এলাকার তালিকা প্রদান করা হলো





দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি সদস্যদের সাথে আলোচনা সভা

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের (পিতা-মাতা, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী) সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। এসব আলোচনায় মাদক সম্পর্কে ধারণা, মাদকের আর্থিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির দিকগুলি আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার উপায় ও মানুষ মাদক কেন সেবন করে, মাদক সেবন থেকে কীভাবে মানুষকে বিরত রাখা যায় সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পদ্ধতি হিসাবে দলীয় আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শন ও ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করা হয়।

- ◆ কমিউনিটি সদস্যদের সাথে উঠান বৈঠক ৩৩টি
- ◆ অংশগ্রহণকারী নারী সংখ্যা ২০৪৫জন
- ◆ অংশগ্রহণকারী পুরুষ সংখ্যা ৮২৯জন

উন্নয়ন এলাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার চিত্র



বাঁশখালী উন্নয়ন এলাকা



মুক্তাঙ্গন উন্নয়ন এলাকা, দোহার



কেরাণীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা



সাঁটুরিয়া উন্নয়ন এলাকা

উন্নয়ন এলাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার চিত্র



ভাঙ্গুরা উন্নয়ন এলাকা



সদরপুর উন্নয়ন এলাকা



কেরাণীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা



ধামরাই সদর উন্নয়ন এলাকা



শিবগঞ্জ (চাঁপাই) উন্নয়ন এলাকা



আকবরশাহ ও সাগরিকা উন্নয়ন এলাকা

উন্নয়ন এলাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার চিত্র



সিংড়া উন্নয়ন এলাকা



ফুলছড়ি উন্নয়ন এলাকা, গাইবান্ধা



কামতা উন্নয়ন এলাকা, সাটুরিয়া



মোহনা উন্নয়ন এলাকা, দোহার



দক্ষিণখান উন্নয়ন এলাকা, উত্তরা



মস্তফাপুর উন্নয়ন এলাকা, মাদারীপুর

উন্নয়ন এলাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার চিত্র



রামগড় উন্নয়ন এলাকা, ভূজপুর



নাটোর সদর উন্নয়ন এলাকা



ইছামতি উন্নয়ন এলাকা, নবাবগঞ্জ



বনগ্রাম উন্নয়ন এলাকা, মুকসুদপুর



বাটিকামারী উন্নয়ন এলাকা, মুকসুদপুর



সখিপুর উন্নয়ন এলাকা



শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করা হয়।

- নিয়মিত পাঠক্রমের বাইরে খেলাধুলা, বই পড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা
- যেকোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে নিজে দূরে থাকা এবং অন্যদের দূরে রাখা
- মাদকের কুফল সম্পর্কে অবগত করা

উল্লেখ্য, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এ ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে আয়োজিত সভা

- ◆ স্কুল, কলেজ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে সভা ১০টি
- ◆ অংশগ্রহণকারী ছাত্রী সংখ্যা ১১৫০জন
- ◆ অংশগ্রহণকারী ছাত্র সংখ্যা ৯২০জন



হয়বতপুর বলুখী হাই স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর



ফেনী সেন্ট্রাল হাই স্কুল, ফেনী



চকোরি পৌর আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, চকরিয়া, কক্সবাজার



শিবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা সভা

- উন্নয়ন এলাকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
- মাদকাসক্তির ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।
- কীভাবে কর্মসূচিটি মাঠপর্যায়ে ব্যাপক মাত্রায় বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয়।

প্রশিকা মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের সাথে এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তারা কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে মোট ৩৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়



পাহাড়তলী, আকবরশাহ ও সাগরিকা উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ



গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ



দক্ষিণখান উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ



রাজানগর উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ



রাজাবাড়ীহাট উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ



শিকারীপাড়া উন্নয়ন এলাকার কর্মীবৃন্দ

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, মেম্বর, মেয়র, কাউন্সিলর ও অন্যান্য জন প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

- মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিকার কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।
- কীভাবে সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূর করা যায় সে বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।
- যৌথ উদ্যোগে কীভাবে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যায় সে বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে প্রশিকা। এক্ষেত্রে দেশ জুড়ে প্রশিকার সুনাম রয়েছে বলে জানান জনপ্রতিনিধিগণ। প্রশিকা মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সেটিও অত্যন্ত উপযোগী বলে মত প্রকাশ করেন তারা। মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে তারা যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সভা / সমাবেশ

- ◆ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমাবেশ/সভা ০৭টি
- ◆ অংশগ্রহণকারী নারী সংখ্যা ৫৭জন
- ◆ অংশগ্রহণকারী পুরুষ সংখ্যা ২৪২ জনটঙ্গী, গাজীপুর



কালকিনি, মাদারীপুর



সখিপুর, টাঙ্গাইল

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়



চলনবিল পশ্চিম (সিংড়া), নাটোর



টঙ্গী, গাজীপুর



বাঁশখালী, চট্টগ্রাম



গোদাগাড়ী, রাজশাহী



ধামরাই সদর



শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ



বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত সকল কর্মসূচিতে প্রশিকা সবসময় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, গাইবান্ধা, মস্তফাপুর এবং গোদাগাড়ীসহ মোট ০৫ টি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে প্রশিকা। এসব অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের পরিচালক, উপপরিচালকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং প্রশিকার উপপরিচালক, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিকার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সরকারের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি পালন এবং প্রশিকা মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিকে তারা কিভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারেন ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মোট ০৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, ২০২০ ও ২০২১ সালে উদ্ভূত করোনা অতিমারীর কারণে মতবিনিময় সভা স্থগিত রাখা হয়েছিল। অচিরেই এই কর্মসূচি পুনরোদ্যোগে চালু করা হবে আশা করা যায়।



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফেনী



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাইবান্ধা



গোদাগাড়ী, রাজশাহী

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসংস্কৃতি কার্যক্রম

আবহমানকাল ধরে বাংলার এ জনপদের মানুষ তার সাংস্কৃতিক আবহকে শক্তিশালী করেছে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ধারায়।

গীতিকবিতা, গান, যাত্রা, পালা, নাটকসহ অসংখ্য আঙ্গিকে রূপ দিয়েছে মনের আকৃতিকে। বিনোদনের পাশাপাশি সমাজের অসাম্য, অন্যায়তাকে তুলে ধরেছে।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র একটি ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু থেকেই গণমানুষের এই সংস্কৃতিকে ধারণ করে গণসংস্কৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি সচেতনতা সৃষ্টি ও মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনায়নে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে মারণ নেশা মাদক। তাই প্রশিকা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গণসংস্কৃতি কর্মসূচি মাদকাসক্তি প্রতিরোধে যুক্ত করেছে।

তাই অংশ হিসাবে প্রশিকা বাঁশখালী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫-২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখ শুরু হয় তিন দিনব্যাপি গণসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন গণসংস্কৃতি বিভাগের বিভাগ প্রধান মোঃ আহাদ উল্লাহ এবং সহায়ক হিসেবে ছিলেন কাজী শিলা সুলতানা, শরণ বড়ুয়া এবং হাসনা হেনা শিল্পী। প্রশিকা সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও চকরিয়া উন্নয়ন এলাকার ২১ জন সম্পদব্যক্তি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং একটি গণনাটক ও পাঁচটি গণগানের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। কর্মশালা শেষে নাটক ও গানগুলি দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বাঁশখালী উপজেলা সমাজ কল্যাণ অফিসার, শিক্ষকবৃন্দ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিগণ।



আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন



মানবসৃষ্ট যে সকল সমস্যা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার তার মধ্যে অন্যতম। এ সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ২৬ জুন তারিখকে মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০১৯ সালে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সংগঠন হিসেবে প্রতি বছর গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস-২০১৯

এ বছর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘Health For Justice’ যার বাংলা রূপ - “সুস্বাস্থ্যই সুবিচার, মাদকমুক্তির অঙ্গীকার” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। প্রশিকার প্রধান কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মী, ব্যবস্থাপকসহ মহল্লার সাধারণ জনগণ র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র্যালিতে জনগণের উদ্দেশ্যে মাদকবিরোধী প্রচারপত্র এবং ক্যাপ বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস-২০২১

এ বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - ‘Share Facts on Drugs Save Lives’ যার বাংলা রূপ - “মাদক বিষয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন” দিবসটি উপলক্ষ্যে সীমিত পরিসরে প্রশিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে ফেস্টুন প্রদর্শন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম বলেন, মাদক যেকোনো দেশের উন্নয়ন এবং প্রগতির জন্য হুমকি। তাই প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দেশব্যাপী মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি মাদকবিরোধী এ যুদ্ধে সকল কর্মীকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।

বিঃ দ্রঃ বিশ্বব্যাপি করোনা অতিমারীর কারণে ২০২০ সালে মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসটি পালন করা থেকে বিরত থেকেছে প্রশিকা।



উপজেলা, জেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী সমাবেশ



মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সমাবেশ-২০১৯

০৫ এপ্রিল-২০১৯ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের কাওয়াখোলা গ্রামের খেলার মাঠে প্রশিকার উদ্যোগে মাদকবিরোধী একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এম.পি-কে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঢাকা-২০ আসনের (ধামরাই) মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব বেনজির আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম। সমাবেশে ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন এবং মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রশিকার প্রধান নির্বাহী আগত সকলকে দর্শক শ্রোতাদের মাদকবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করান।

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সমাবেশ-২০২১

ধামরাই উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের কাওয়াখোলা খেলার মাঠে মিতালী সংসদের উদ্যোগে ২০২১ সালের ১৯ মার্চ জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী সমাবেশ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন ধামরাই উপজেলা পরিষদ এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সিরাজ উদ্দিন। সমাবেশে প্রশিকার মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে মাদকবিরোধী পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানার প্রদর্শন এবং হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রশিকার গণসংস্কৃতি বিভাগ গীতি আলেখ্য 'আমার গান আমার বিজয়' ও নাটক 'পিয়ার চাঁদ বিবির পালা' উপস্থাপন করে।

কেসস্টাডি

মাদক আসক্তি থেকে মিলনের সুস্থ জীবনে ফেরা



আর পাঁচটি যুবকের মতোই উচ্ছল প্রাণ প্রাচুর্যপূর্ণ এক যুবক মিলন সাহা। লেখাপড়া জানা এবং সমাজ হিতৈষী হিসেবে সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে তার ভালো গ্রহণযোগ্যতা ছিল। অত্যন্ত মিশুক ও সজ্জন হিসেবেও সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। সুন্দর পরিপাটি করে চলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলছিল তার জীবন। ডেন্টিস্ট্রি ডিপ্লোমা পাস করে চেষ্টার দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আয় ভালোই হচ্ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তার নতুন বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে যায়। এই বন্ধুদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নেশার জগতে কখন জড়িয়ে গেছেন তিনি নিজেই বুঝতে পারেননি। যখন বুঝতে পেরেছেন ততদিনে তার সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ফিরে আসতে পারছিলেন না তিনি। আশ্তে আশ্তে চরম আসক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন। সুন্দর একটি জীবনে শুরু হয় বিপর্যয়। তার পরিবার চরম অশান্তির কবলে পতিত হয়। কোনোভাবেই তাকে নেশার আসক্তি থেকে ফেরানো যাচ্ছিল না। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি কোন লক্ষ্য নেই, সর্বক্ষণ নেশায় রুঁদ হয়ে থাকেন। চরম অতিষ্ঠ হয়ে তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ী চলে যান। এক পর্যায়ে থানা-পুলিশ হয়। সাজানো গোছানো সংসারটিতে অশান্তির ছায়া ভর করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সমাজে লোক লজ্জার ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে নেন। কিন্তু তার আসক্তির মাত্রা কোনোভাবেই কমে না বরং দিন দিন চরম আকার ধারণ করে। ধার-দেনা করে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে প্রশিকার “মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি” এর উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস এর কাউন্সেলিং এবং পরিবারের সিদ্ধান্তে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। দীর্ঘ ৬ মাস চিকিৎসা ও নিয়মিত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে আজ তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। এখানে খুলনার খালিশপুরের ‘অশ্রু মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র’ এর ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। মিলন সাহা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের সদিচ্ছাকেই বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, মাদক কোনো সমাধান নয়। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি পাগল নয় কিংবা খারাপও নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে সাহায্য করা উচিত। মিলন সাহা বর্তমানে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তার স্ত্রী-সন্তানের মুখে আজ আনন্দের হাসি। মিলন মনে করেন, কার্যকর চিকিৎসা এবং পরিবারের ভালোবাসায় মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে। আর বন্ধু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। আমার মতো যেন আর কেউ ভুল না করে।

মাদকবিরোধী ও সচেতনতামূলক প্রচারণা সামগ্রী তৈরি

মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সারাদেশের উন্নয়ন এলাকাসমূহে ৩৮ টি ডিজিটাল ব্যানার, ১৮০টি মাদকবিরোধী ডিজিটাল ফেস্টুন ও ১০ হাজার হ্যান্ডবিল তৈরী করা হয়।



Advertisement featuring handcuffs, a red pill bottle, and white pills. The text reads: **মাদকের আইন বড় কড়া এর হাতে দিওনা ধরা।** At the bottom, it says: **জনস্বার্থে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**



Advertisement featuring a clenched fist over a pile of cigarettes. The text reads: **মাদক কে না বলি যুব সমাজ রক্ষা করি।** At the bottom, it says: **জনস্বার্থে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**



Advertisement featuring a hand holding a cigarette next to a human skull. The text reads: **নেশা ছেড়ে কলম ধরি মাদকমুক্ত দেশ গড়ি।** At the bottom, it says: **জনস্বার্থে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**



Advertisement featuring a person's hands over a table with various pills and a syringe. The text reads: **মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ ব্যাধি যুবকরাই এর প্রতিরোধ শক্তি।** At the bottom, it says: **জনস্বার্থে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**



মাদককে না বলুন
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন!

মাদক একটি অভিশাপ
মাদক করে সর্বনাশ



মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মাদক তথা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নারী-পুরুষ, যুবসম্প্রদায় এমনকি কিশোর-কিশোরীরাও মাদকের ভয়ংকর ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ নেশা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করবে। সৃষ্টি হবে একটি পঙ্গু ও জরাগ্রস্ত সমাজ। মানুষ একবার নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সহজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না।

নেশার কুফল সম্পর্কে নিজ পরিবারসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের যুবসমাজ বিপথে চালিত হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যুবসম্প্রদায়ের মেধাশক্তি বিনষ্ট হয়। অথচ উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য দরকার মেধা ও দক্ষ নেতৃত্বসম্পন্ন যুবসমাজ। তাই সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিশেষ করে নেতৃত্বান্বিত মানুষ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের দায়িত্ব রয়েছে।

আপনার সন্তান নেশাগ্রস্ত হচ্ছে কি না তা কীভাবে বুঝবেন?

সন্তানকে সুপথে পরিচালনার শিক্ষা দেয়া মাতা-পিতার প্রধান কর্তব্য। সন্তান কার সাথে মেলামেশা করছে, কোথায় যাচ্ছে, কখন বাড়ি ফিরছে, তার চলন-বলন, কথা-বার্তায় পরিবর্তন ঘটছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি মাতা-পিতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কতকগুলো শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত লক্ষণ দেখে বুঝা যাবে আপনার সন্তান নেশাসক্ত হয়ে পড়েছে কি না। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করা হলোঃ

- ☐ খিটখিটে মেজাজ, রাগান্বিত ভাব, চোখ ও নাক লাল হওয়া, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে পরিবর্তন, নিজের সুস্থতা সম্পর্কে অবহেলা ও অনীহা, বন্ধু পরিবর্তন করা, শরীরে কম্পন ভাব, বিষন্ন ভাব, ঘাম হওয়া, মাথা ধরা, ক্লান্তি ভাব, ক্ষুধামন্দা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া এবং অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকা।
- ☐ এ ছাড়া দৈনন্দিন কাজকে সমস্যা মনে করা, সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে না চাওয়া, বেশী অথবা কম ঘুম হওয়া, বেশি খাবার কিংবা কম খাবার গ্রহণ করা, অসংলগ্ন আচরণ করা, কখনও বেশ খুশি আবার কখনও মন মরা থাকা, বিষন্ন বোধ করা, প্রিয় বা সখের কাজ ও খেলাধুলার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, উদ্বিগ্ন থাকা, সন্দেহপ্রবণতা, গা চুলকানো ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সুস্থ সমাজ গঠনে প্রশিকার উদ্যোগ

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। প্রশিকা সমাজে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিস্তার রোধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। সরকারের এ ঘোষণার সাথে প্রশিকা একাত্মতা পোষণ করে মাদক বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করে যুবসমাজকে সুস্থ সামাজিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রশিকা এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনে এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

সমাজের সকল শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, কমিউনিটি প্রধান ও ধর্মীয় প্রধানসহ সবার কাছে মাদক প্রতিরোধ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রশিকার এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।



জনস্বার্থে
PROSHIKA
A CENTRE FOR HUMAN DEVELOPMENT



মাদকদ্রব্যের উৎপত্তি ও বর্তমানে এর ব্যবহারের ইতিহাস

কামরুল হাসান কামাল

মাদক সেবন প্রাচীন মানব সভ্যতার হাত ধরে নানা ধরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান যুগে আলাদা রূপ ধারণ করেছে। মাদকদ্রব্য সেবন মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা ধরণের মাদকদ্রব্যের আবিষ্কার হয়েছে। তখন এর কী প্রভাব ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। মাদকদ্রব্য বর্তমান যুগে এক জটিল সমস্যা। এর বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে নানা উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন জেল জরিমানা থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধানও তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচীনকালে মাদকদ্রব্য প্রধানতঃ ছিল উদ্ভিদজাত। এখন উদ্ভিদজাত এবং রাসায়নিক দুই ধরণের মাদকের প্রচলন ঘটেছে। আদিকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ কৃষকরাই এর আবিষ্কার করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে আধুনিক যুগে প্রচলিত অনেক মাদকদ্রব্য কয়েক হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১০ হাজার বছর আগে মানুষ আফিম ও 'ম্যাজিক' মাসরুম নামক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করতো। তখনকার দিনে বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ এ সব মাদক সেবন করতেন। তবে তারা বর্তমান যুগের মানুষের মতো সার্বক্ষণিক নেশাসক্ত ছিলেন না। তখন মাদকের সম্প্রসারিত ব্যবসা ও বাজার ব্যবস্থা ছিল না।

বর্তমান কালে অসংখ্য মানুষ জীবন বিনাশী পর্যায়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেছে এবং মাদকের বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। ফলে মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক পরিসরে নিয়ন্ত্রণ সংশোধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

আজকাল যে সব মাদকদ্রব্য উৎপাদিত হয় ও বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ গুলির অধিকাংশই রাসায়নিক বস্তু দ্বারা তৈরি। আজকাল মাদক আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এর বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু মাদক জাতীয় ওষুধ আছে যেগুলি মানুষের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারগণ প্রেসক্রাইব করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রোগী নির্ধারিত সময়ের পরেও এ ধরণের ওষুধ এক নাগাড়ে সেবনের ফলে ক্রমে ক্রমে নেশার বস্তুতে পরিণত করে ফেলে এবং নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক: মাদক সেবনের প্রধান কারণ গুলি হচ্ছে আবেগী, শারীরিক, ও মনস্তাত্ত্বিক।

আবেগী কারণ: এ ক্ষেত্রে মাদকসেবীরা যুক্তি দেখায় যে, মাদক সেবন করলে তাদের জীবনের গুণ্যতা (যেমন মানসিক চাপ, আঘাত, সম্পর্কের বিচ্ছেদ ইত্যাদি) পূরণ করে।

শারীরিক কারণ: মাদকসেবীদের এ বিষয়ে অনুভূতির ব্যাখ্যা এ রকম যে, মাদক সেবন করার ফলে তারা শারীরিক ভাবে ভাল বোধ করে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ: অনেকে নিজের ও জগতের কাছে নিজেকে অপাংক্তেয় মনে করে। তাই তারা আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান বুঝতে উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে মাদক সেবন করে।

মাদকদ্রব্য সেবনে যাতে মানুষ আসক্ত না হয় তার উপায়

মানুষ যাতে মাদকাসক্ত না হয় সে সম্পর্কে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো

ক. ব্যক্তি নিজের জীবনের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া: বিশেষ করে মাদকের মতো ক্ষতিকর দ্রব্যের ফলাফল সম্পর্কে ব্যক্তির নিজে জানা উচিত। আজকাল বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও প্রচার ব্যবস্থায় মাদকদ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা ও সাবধানতার কথা বলা হয়। সেখান থেকে ধারণা নিয়ে ব্যক্তির উচিত নিজেকে সংযত রাখা।

খ. পরিবারের দায়িত্ব: পরিবারের ভূমিকা মানুষের জীবনে অপরিসীম। পরিবারে পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের উন্নত জীবনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, সুআচরণ শেখানো, খারাপ সঙ্গ পরিহারের পরামর্শ দেওয়া, বদ অভ্যাস যাতে গড়ে না উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখা, নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খল জীবনের উপায় শেখানো। সন্তানের চলাফেরা, গতিবিধি নজরে রাখা, সন্তানের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করলে সন্তান মাতাপিতার প্রতি অনুগত থাকে। তাদের পরামর্শ মেনে চলে এবং বিপথে চালিত হতে পারে না।

গ. সমাজের দায়িত্ব: মানুষ সমাজের সদস্য। সমাজের দায়িত্ব রয়েছে সবার ভাল-মন্দ দেখার। সকল সদস্য যাতে সুন্দর, নিরাপদ, নীরোগ ও সুখী জীবন-যাপন করে তার জন্য পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো দরকার। প্রত্যেককে ভাল পথে চলার জন্য পরামর্শ প্রদান, বিশৃঙ্খলা করা থেকে বিরত রাখা, বিশেষতঃ কিশোর-যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী হতে না দেয়া।

ঘ. স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব: স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় জনগণের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত। মানুষ যাতে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকে তার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করলে সেটি অত্যন্ত কার্যকর হয়। যদিও বর্তমানে প্রশাসন যথেষ্ট ভাল কাজ করছে। তাদের নজরদারির পরিধি আরও বৃদ্ধি করলে অধিক সংখ্যক মানুষ মাদকের কুফল সম্পর্কে জানতে পারবে ও সতর্ক হবে।

ঙ. সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের করণীয়: সমাজে নানা ধরনের সামাজিক কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সংগঠন থাকে। এ সব সংগঠন মানুষের সচেতনতা বিকাশ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মানসিক চেতনা উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসব পালনে এলাকার সকল যুবকদের নিয়ে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে মানুষ মন্দ কাজে যুক্ত হতে নিরুৎসাহিত হবে। ক্লাব গুলি বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, নাটক, কবিতা পাঠ, ছবি অঙ্কন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

চ. বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা: বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা মানুষের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক বিকাশ সহ নানা সামাজিক বিষয়ে বেশ সুনামের সাথে কাজ করছে। অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য রিহেবিলিটেশন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাদকাসক্ত হওয়ার পর পুনর্বাসনের চেয়ে মানুষ যাতে মাদকাসক্ত না হয় সে জন্য দেশব্যাপী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশী ভূমিকা পালন করা দরকার। সেজন্য সকল বেসরকারি উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানের উচিত মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আগে থেকে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ছ. বিদ্যালয়ের দায়িত্ব: বিদ্যালয় বলতে এখানে মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বুঝানো হচ্ছে। সচেতন মানবসম্পদ গড়ে তোলার স্থান হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। সে জ্ঞান ব্যক্তিগত, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্র দক্ষ, সচেতন ও জ্ঞানী মানুষ তৈরির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। পরিবারও প্রচুর অর্থ ব্যয়, আদর-যত্ন ও নিরাপত্তা দিয়ে সন্তানকে শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে পারে। এ জন্য মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা, সেমিনার, অভিভাবক সভা, সাংস্কৃতিক সভার আয়োজনের মাধ্যমে প্রচার চালাতে পারে।

পরিশেষে বলবো, মাদকদ্রব্য বর্জন করা উচিত। সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংঘ সরকারের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে মাদকের করাল গ্রাস থেকে সমাজ রক্ষা পাবে। মাদক সেবনের ফলে যাতে পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

লেখক পরিচিতি: উপপ্রধান নির্বাহী, প্রশিক্ষা।



মাদকাসক্তি

কারণ, প্রতিক্রিয়া, সমাধান এবং প্রশিকার উদ্যোগ

শিবু কান্তি দাশ

ভূমিকা

বাংলাদেশে মাদক উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বিশ্ব পরিবেশ আমাদের দেশকে মাদক সেবনের বিপজ্জনক স্থানে পরিণত করেছে। এছাড়া, নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক পরিসরে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও মানুষের সচেতনতার অভাবে মাদক সেবন মহামারী রূপ ধারণ করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। এতে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক সেবনকারীরা সরকারসহ সমাজকে অস্থির করে রেখেছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর কাজের চাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। মাদক চালানকারী, গ্রাহক, ভোক্তা, বিক্রেতা ও দালাল চক্রকে প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে সবসময় কঠোর নজরদারী করতে হচ্ছে।

মাদক বলতে কী বুঝায়?

মাদক হলো এমন ধরনের বস্তু এটি যখন খাওয়া হয়, শরীরে সিরিজ্ঞ এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, ধূমপানের মতো করে ধোঁয়া গলদকরণ করা হয়, চামড়ার নীচে সূঁচের মাধ্যমে নেওয়া হয় অথবা জিহ্বার নীচে রেখে গলিয়ে খাওয়া হয়- এ গুলি তখন সাময়িক ভাবে শারীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবে শরীরের মধ্যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটায়। এ ধরনের বস্তুকে বলা হয় মাদক। বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের নাম ও তাদের মিশ্রণ সম্পর্কে জানলে এর ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। কিছু মাদকদ্রব্য রয়েছে যেগুলি আইনতঃ সিদ্ধ- যেমন মদ, কেফেইন, তামাক, ইত্যাদি; আর কিছু মাদকদ্রব্য আছে যেগুলি আইনতঃ নিষিদ্ধ। যেমন ইয়াবা, ফেনসিডিল, মারিজুয়ানা, কোকেইন, হেরোইন, ইত্যাদি। বাংলাদেশে সচরাচর যে সকল মাদকদ্রব্য বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো:

- ১) ইয়াবা-এর মধ্যে আছে মেথামফেটামিন ও কেফেইন এবং এর সাথে যুক্ত থাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, এসিটোন, লাল ফসফরাস, সালফিউরিক এসিড এবং লিথিয়াম। এসব পদার্থগুলি বিষাক্ত এবং এগুলি লিভার ও কিডনি নষ্ট করে ফেলে;
- ২) ফেনসিডিল- এটি কোডিইন-নির্ভর এবং উচ্চমাত্রার আসক্তিয়ুক্ত কফ সিরাপ;
- ৩) মারিজুয়ানা- একে ক্যানাবিসও বলা হয়। মারিজুয়ানা গাঁজার গাছ থেকে তৈরি করা হয় এবং ধূমপান, বাষ্পীয়রূপে গ্রহণ, খাবারের মধ্যে দিয়ে খাওয়া অথবা এর নির্যাস গ্রহণ করা হয়;
- ৪) হেরোইন- এটি তৈরি হয় পপি গাছ থেকে, এটি অত্যন্ত নেশায়ুক্ত বেদনানাশক মাদক- যা মরফিন থেকে সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ এগুলি সেবন করে কেন? যার জন্য মানুষ অর্থ-সম্পদ, পরিবার, পরিজন, চাকুরি, সমাজ, লেখাপড়া, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। নিশ্চয় এর কিছু খারাপ দিক রয়েছে যে গুলির প্রভাবে আসক্ত ব্যক্তি জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবার এসব মাদকদ্রব্য গ্রহণের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যিক।

মাদকদ্রব্য সেবনের কারণ

প্রথমে বলে রাখা দরকার যে, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের সংবেদনশীল কোনো ভিত্তি নেই। তবে মাদকদ্রব্য সেবনের প্রতি আকর্ষণের কারণ আছে।

- ◆ নিছক আনন্দ করার ছলে মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়া;
- ◆ নিজেকে স্মার্ট দেখানোর জন্য মাদক সেবনে যুক্ত হয়ে পড়া;
- ◆ উদ্বেগ থেকে সরে থাকার জন্য মাদকের আশ্রয় গ্রহণ করা;
- ◆ একঘেয়েমি কাটানো কিংবা সাহসী ভাব প্রদর্শন করার জন্য;
- ◆ কোনো আঘাত অথবা শোক ভুলে থাকার জন্য;
- ◆ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অথবা কোনো উদ্যোগের পক্ষে সাহস ধারণ করা;
- ◆ বন্ধু অথবা সাথী দলের চাপে পড়ে মাদক সেবনের অনুরোধ রক্ষা করা;
- ◆ ভুল সময়ে ভুল মানুষের সাথে যুক্ত হয়ে মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়া।

মাদক সেবন প্রতিরোধের উপায়

১. সরকারের উদ্যোগ: বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। যেমন- বেআইনী মাদকদ্রব্য অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধ, পাচার, বিতরণ ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য জাতীয় নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করেছে। এ ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে সরকার ২০১৮ সালে একটি আইন পাশ করেছে। যা সত্যিই যুগোপযোগী এবং প্রশংসনীয়। এছাড়া প্রতিরোধমূলক কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে যেমন- অবৈধ মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন, মাদকের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ইত্যাদি। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করলে মাদকের করাল গ্রাস থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারে। নিম্নে যেসব প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের নাম উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

২. পরিবারের ভূমিকা: পরিবারের সদস্যদের আচরণ পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। অনেক অভিভাবক এ বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন বলে আমাদের অভিজ্ঞতা। যেমন- বাড়ির কেউ রাত জেগে থাকলে, হতাশ মনে বসে থাকলে, অতিমাত্রায় নিরাসক্ত ভাব দেখা গেলে, হঠাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়লে, লেখাপড়া এবং কাজে আত্মহ হারিয়ে ফেললে, একা থাকতে চাইলে, আর শরীরের ওজন কমে গেলে- এ রকম দেখলে এর কারণ খুঁজে বের করার পাশাপাশি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে খোলামেলা কথা বলা দরকার। প্রয়োজনে চিকিৎসক কিংবা মনোবিদের সাহায্য নিতে হবে।

৩. পেশাদার প্রতিষ্ঠান: আমাদের দেশে অনেকগুলি শক্তিশালী পেশাজীবি সংগঠন আছে। যেমন বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সোসাইটি, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ পুলিশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান/এসোসিয়েশন মাদকবিরোধী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার মাধ্যমে মাদকবিরোধী সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করতে পারে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন জাতিকে মাদকমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক শিক্ষাবিদ ও গবেষক ইতোমধ্যে বিভিন্ন সুপারিশ সমৃদ্ধ গবেষণা ও নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করেছেন। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। সঠিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাদকদ্রব্য সেবনে নিরুৎসাহিত করার জন্য বেশ সহায়ক।

৫. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, মজুব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের জীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই এ সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা জাতিকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করতে সহায়ক হবে- এতে সন্দেহ নেই। এছাড়া গীর্জা, প্যাগোডা, মন্দির ব্যাপক মাত্রায় মাদকবিরোধী বার্তা প্রচারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল:** নিঃসংকোচে বলা যায় যে, আমাদের দেশের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলি মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে তারা এ বিষয়ে সাপ্তাহিক নিয়মিত বার্তা সম্প্রচার অনুষ্ঠান আয়োজন করলে মাদকবিরোধী বার্তা আরও বেশি সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছাবে।

৭. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও):** বাংলাদেশে অনেকগুলি এনজিও প্রশংসনীয়ভাবে বিস্তৃত পরিসরে উন্নয়নের কাজ করছে। তারাও মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব এনজিও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে প্রশিকার উদ্যোগ

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজ উন্নয়নের প্রধান ফ্যাক্টর হচ্ছে মানবিক উন্নয়ন। মানুষের চেতনার বিকাশ না করে কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না- এ ধারণাটি সর্ব প্রথম প্রশিকা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ সমাজে তার অবস্থান কী, কেন সে দরিদ্র, নিরক্ষর, ক্ষমতাহীন ও মযাদাহীন, পরনির্ভরশীল এ বিষয়গুলি জানতে না পারলে তার পক্ষে নিজের কিংবা সমাজের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এ ধারণার প্রেক্ষিতে প্রশিকা যুগপৎ আর্থিক ও মানবিক উন্নয়নে বিগত প্রায় ৪৫ বছর ধরে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের কাজ করছে।

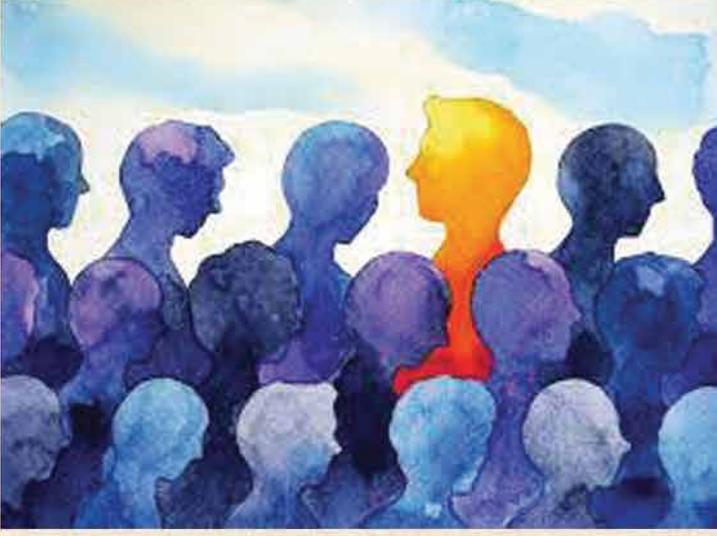
ভূমিকায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রশিকা ২০১৮ সালে ‘মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি’ নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রশিকাও দেশের অন্য দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো সরকারের উদ্যোগের সাথে সমন্বয় রেখে সমাজের তৃণমূল স্তরে, স্থানীয় সরকারের সর্ব নিম্নস্তর ইউপি থেকে উপজেলা ও জেলা স্তরের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিকা তার ঘোষিত সাংগঠনিক ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যের আলোকে এ কর্মসূচিটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিকা যাদের জন্য ও যাদের সহায়তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে সে গুলি হলো:

- ক) প্রশিকা সংগঠিত সমিতির সদস্যদের পরিবারের সদস্য;
- খ) বৃহত্তর কমিউনিটির লোকের পরিবারের সদস্য;
- গ) স্থানীয় সমাজ নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ;
- ঘ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতা;
- ঙ) স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- চ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, সকল স্তরে এ কাজ করতে গিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের পুলিশ প্রশাসন এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া গেছে। তাঁরা প্রশিকা আয়োজিত কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, প্রশিকা একটি সক্ষম ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনায়াসে এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। এ ইতিবাচক মন্তব্যগুলি আমাদেরকে উৎসাহিত করে, মনে সাহস যোগায়। সরকারের সহযোগিতা পেলে প্রশিকা এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে- তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখক পরিচিতি: পরিচালক, সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রশিকা।



মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা

আঃ রহিম মোল্লা

মানুষ পরিবার থেকে নৈতিকতা, আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে থাকে। পরিবার হচ্ছে মানুষের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সোপান। সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ মানুষ হিসেবে বসবাস করার জন্য সন্তানের প্রতি পরিবারের সদস্যদের নজর রাখা জরুরী। প্রতিটি সন্তান চায় মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারেই মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শই দ্বন্দ্ব কলহ লেগে থাকে। যা কোন সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এসব সন্তান হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত হয়ে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাদকাসক্ত ব্যক্তির পিতামাতার মধ্যে নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাবে এসব পিতামাতার সন্তানেরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

শৈশব থেকে তরুণ বয়স পর্যন্ত সন্তানের পিতা মাতা ও পরিবারের সংস্পর্শে কাটে। তাই একটি পরিবার মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদক নির্মূলে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। মাননীয় আইনমন্ত্রী বলেছেন, আইন করে দেশে মাদকের চোরাচালান হয়তো বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু কোনো আইনেই মাদকের সেবন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার, সমাজ এ বিষয়ে সচেতন না হবে।

সকল ধর্মেই মাদক সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব বদ নেশার প্রতি নিষেধমূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং পিতামাতা ও পরিবারের সদস্যদের এসব বিষয়ে জানতে হবে। তাদের আচার-আচরণ শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে একটি সুখী সুন্দর পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পিতামাতার অসাবধানতা ও অবহেলার কারণে ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা, চলাফেরা ও মাদকাসক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। সন্তানকে সুপথে পরিচালনার শিক্ষা দেয়া পিতামাতার প্রধান কর্তব্য। সন্তান কার সাথে মেলামেশা করছে, কোথায় যাচ্ছে, কখন

যদি কোনো কারণে পরিবারের গুরুজনদের অজ্ঞাতসারে কোন ছেলেমেয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে ঘৃণা না করে বন্ধুসুলভ আচরণ ও কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে মাদকের কুফল ও নেশার ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে মাদকাসক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে সার্বক্ষণিক নজর রাখা ও সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা করার ব্যাপারে পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে

বাড়ী ফিরছে, তার চলন-বলন ও কথাবার্তায় পরিবর্তন ঘটেছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক আচরণগত লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে সন্তান নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কি না।

তাই সন্তানের দৈনন্দিন জীবন যাপনে পরিবর্তন, বন্ধু বান্ধব পরিবর্তন, খিট খিটে মেজাজ, রাগান্বিত ভাব, বিষন্ন ভাব, ক্ষুধা মন্দা, বেশী বা কম খাবার গ্রহণ করা, নিজের সুস্থতা সম্পর্কে অবহেলা, অসংলগ্ন আচরণ, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া, ঘরের দরজা বন্ধ করে একা অবস্থান করা অথবা শুয়ে থাকা, দৈনন্দিন কাজকে সমস্যা মনে করা, হঠাৎ করে না বলে বাড়ির বাহিরে যাওয়া, সহপাঠী, শিক্ষক, বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সাথে মিশতে না চাওয়া, অসংলগ্ন আচরণ করা, শখের কাজ খেলাধুলাসহ যেকোনো ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, উদ্ভিগ্ন ও সন্দেহ প্রবনতা, ঘাম হওয়া, মাথা ধরা, ক্লান্তি ভাব, শরীরে কম্পন ভাব বা চুলকানো এগুলো সন্তানের মধ্যে পরিলক্ষিত হলে সন্দেহ করতে হবে সন্তান নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, নিয়মিত খেলাধুলা এবং মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্থ তরুণসমাজ গড়ে তোলা আবশ্যিক। সামাজিকভাবে মাদকবিরোধী আন্দোলনে তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করা হলে জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে।

যদি কোনো কারণে পরিবারের গুরুজনদের অজ্ঞাতসারে কোন ছেলেমেয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে ঘৃণা না করে বন্ধুসুলভ আচরণ ও কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে মাদকের কুফল ও নেশার ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে মাদকাসক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে সার্বক্ষণিক নজর রাখা ও সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা করার ব্যাপারে পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। পরিবারের সচেতনতা, ভালোবাসা, দৃঢ় অঙ্গীকার ও সক্রিয় ভূমিকা মাদকের বিভীষিকাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

লেখক পরিচিতি:

সহকারী পরিচালক, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি,
প্রশিকা।



সর্বনাশা মাদকাসক্তি

কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল কাশেম

ভূমিকা:

বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশেই মানুষ কম বেশি মাদকদ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর বিষাক্ত ছোবলে যুব সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। মাদকাসক্তির করুণ পরিণতি জানা সত্ত্বেও অনেক মানুষ মাদক গ্রহণ করছে। মাদকের নেশার কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার তৈরী হচ্ছে। মাদকাসক্তি শব্দটির মধ্যে দুটি শব্দাংশ রয়েছে। মাদক ও আসক্তি। মাদক হলো নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য আর আসক্তি হলো কোনো কিছুর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত টান বা আকর্ষণ। মাদকদ্রব্য সেবনে দেহের সংবেদনশীলতা ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং চেতনাবোধ কমে যায়। যে কোনো মাদকদ্রব্য একবার সেবন শুরু করলে আর সহজে ত্যাগ করা যায় না। একপর্যায়ে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে এদের দ্বারা সমাজের যে কোনো ধরনের অপকর্ম সংগঠিত হতে পারে।

মাদকদ্রব্যের উৎস:

সারা বিশ্বে বেশ কয়েকটি মাদক উৎপাদনকারী বলয় রয়েছে। তার মধ্য অন্যতম হলো গোল্ডেন ক্রিসেন্ট, গোল্ডেন ট্রায়্যাঙ্গল ও গোল্ডেন ওয়েজ।

- ◆ **গোল্ডেন ক্রিসেন্ট:** পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও এর আশেপাশের কিছু অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে গোল্ডেন ক্রিসেন্ট।
- ◆ **গোল্ডেন ট্রায়্যাঙ্গল:** লাওস, থাইল্যান্ড ও আশেপাশের কিছু এলাকা নিয়ে গোল্ডেন ট্রায়্যাঙ্গল গড়ে উঠেছে।
- ◆ **গোল্ডেন ওয়েজ:** উপরোক্ত ২টির মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে গোল্ডেন ওয়েজ এলাকাটি। এসব এলাকায় প্রচুর আফিম, গাঁজা, পপি ও কোকেন উৎপন্ন হয়। তাছাড়াও ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, প্যারাগুয়ে, নিকারাগুয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে মাদক উৎপাদন ও ব্যবসার বিশাল নেটওয়ার্ক।

মাদকাসক্তির কারণ:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মাদকাসক্ত। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার জরিপে এর সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষাধিক। এদের শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ ৫ লক্ষাধিকই হেরোইনে আসক্ত এবং এদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বিশ্বে মাদকাসক্ত জনসংখ্যার হার শতকরা ২ ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে এ বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ। এর প্রধান কারণ হলো মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, সঙ্গদোষ, সন্তানের প্রতি পিতামাতার অমনোযোগিতা, বেকারত্ব, হতাশা, পিতার কালো টাকার প্রাচুর্য, পিতা-মাতার উশৃঙ্খল জীবন যাপন, নীতিহীন রাজনীতি, চাঁদাবাজি ও গডফাদার সংস্কৃতি, রাতারাতি ধনবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষার ফলেও এ অপরাধ প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ কারণেই তরুণসমাজ মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির সেখান থেকে ইচ্ছা থাকলেও আর সহজেই ফিরে আসতে পারে না। আবার অনেকেই সামাজিক বৈষম্য, অবিচার বঞ্চনার শিকার হয়েও তীব্র ঘৃণা, হতাশা ও নিরাশার অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। ফলে তারা বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না। তখন তারা মুক্তির সাধ খোঁজে হিরোইন, কোকেন, ইয়াবা কিংবা ফেনসিডিল সেবনের মধ্যে। আর মুক্তি মেলে জীবন বিনাশের মধ্য দিয়ে।

মাদকাসক্তির কুফল:

মাদকাসক্ত ব্যক্তির বহুমুখী শারীরিক-মানসিক, পারিবারিক ক্ষতির পাশাপাশি রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতিসহ সবকিছুর উপরই মাদকাসক্তির কুফল গভীর প্রভাব ফেলে। অনেক সময়ই মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশার টাকা যোগাড় করতে না পেরে পরিবারের আপনজন বা আশেপাশের মানুষদের হত্যা পর্যন্ত করে, এরূপ ঘটনা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। উচ্চমূল্যে এসব মাদকদ্রব্য কিনে মাদকাসক্ত ব্যক্তির পারিবারিক অর্থনীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। এক সময় অর্থের অভাবে সে অন্যান্যের পথ বেছে নেয়। এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটায়। মাদকাসক্তির কারণে দেশের তরুণ সমাজ তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

মাদকাসক্তির পরিণাম:

মাদকাসক্তির সর্বশেষ পরিণাম অপমৃত্যু। তবে এ মৃত্যুর ভয়াবহতা খুবই করুণ। ক্রমাগত মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যায় ফলে মানুষ পরিণত হয় জড় মাংসপিণ্ডে। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় কিছুদিন বেঁচে থাকার পর এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়:

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে প্রথমে নিজেকে সচেতন হতে হবে, পরে অন্যকে সচেতন করতে হবে। সচেতনতার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে একবদ্ধভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, সরকারের মাদক সেবনকারী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদক সেবনকারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তারা ভাল চিকিৎসা পেলে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে। মাদকাসক্ত সন্তানকে পিতামাতা তাদেরকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তারা যদি আত্মীয় স্বজনের সেবা ও যত্ন পায় তবে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে। তাদেরকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করে দূরে সরিয়ে দেয়া যাবে না। কারণ তারা আমাদেরই সন্তান। সন্তানের গতিবিধি ও কাদের সাথে মেলামেশা করে সেদিকে পিতা-মাতার নজর রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। সন্তানের আচরণ ও চলনবিধি দেখে সন্দেহজনক মনে হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তার রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

সর্বোপরি, সুন্দর ভবিষ্যৎ ও মাদকমুক্ত যুবসমাজ গঠনে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদক গ্রহণ বন্ধ করা অতীব জরুরী। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টা কিংবা কয়েক জনের উদ্যোগে এ সমস্যা নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই সম্মিলিতভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক প্রতিরোধ তৈরী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে এ সমস্যাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। তবেই দেশ ও জাতি এ সর্বনাশা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

লেখক পরিচিতি: কৃষিবিদ ও উপপরিচালক, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, প্রশিকা।



নারী মাদকাসক্তি বাড়ছে পারিবারিক নজরদারি জরুরী

প্রদীপ কুমার বিশ্বাস

বাংলাদেশে বর্তমানে মাদকাসক্তি চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকের ভয়াবহ খাবায় বিগত বছরগুলোতে দেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়নি, নারী মাদকাসক্তের সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক নিয়ে কাজ করা সংগঠন গুলোর গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। নারী মাদকাসক্তের সংখ্যা শতকরা পাঁচজন। এদের মধ্যে রয়েছে গৃহিনী, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী। পারিবারিক কলহ, নানা প্রকার হতাশা, সামাজিক নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে নারীরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন।

সবচেয়ে উদ্বেগ এর বিষয় হলো অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী মাদকাসক্তের সংখ্যা। আই সি ডি ডি আর বি এর জার্নাল অব হেল্থ পপুলেশন অ্যান্ড নিউট্রিশনের এক জরিপ অনুযায়ী রাজধানীর ৭৯.৪ শতাংশ মাদকাসক্ত পুরুষ এবং ২০.৬ শতাংশ নারী। সাধারণত: ১৬-৩৫ বছর বয়সী নারীরা মাদক গ্রহণ করে। অবিবাহিতদের বড় অংশই শিক্ষার্থী। নারীদের মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ার পেছনে পারিবারিক জীবনের হতাশা অনেকাংশেই দায়ী।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদক গ্রহণে পুরুষের চেয়ে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী। কারণ, নারীদের শারীরিক ঝুঁকি বেশী এবং সেই তুলনায় বাংলাদেশে নারীদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। মাদকাসক্ত নারীর অনেকেই কিডনী সমস্যায় আক্রান্ত। এইচ আই ভিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

একটি সুস্থ সুন্দর জাতি ও সমাজ গঠন করতে হলে অবশ্যই নারীর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নারী যদি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তবে তা জাতির উন্নয়নে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তাই নারীকে মাদক থেকে মুক্ত করতে হবে। নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। তবেই নারী মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত হবে। আমাদের আগামী প্রজন্মকে মাদকের ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে এবং একটি সুন্দর দেশ গড়তে পারবো।

লেখক পরিচিতি: উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক ও বিভাগ প্রধান, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রশিকা।

অণুগল্প

শ্রোত

কাজী শিলা

যখন আমি পৌছলাম ততক্ষণে শুটিং শুরু হয়ে গেছে। মানিকগঞ্জ শহর থেকে ৪-৫ কি:মি: দূরে আন্ধারমানিক গ্রামে চলছে শুটিং। চা খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বসলাম মেক-আপে। এই টিমের সাথে কাজ করেছি আরও ৪-৫ দিন। সবাই খুবই বন্ধুসুলভ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে আড্ডা। আজও তেমনি চলছে। হঠাৎ একটি মেয়ে ঢুকলো গ্রীণরুমে, পরনে সাদা জরির কাজ করা জর্জেট শাড়ী, উজ্জ্বল সাজ-ফর্সা গোলগাল গড়নের মেয়েটাকে এই ইউনিটে আমি প্রথম দেখলাম। দেখেই বোঝা গেল আমাদের থেকে সে একটু আলাদা। একটু নয় সম্পূর্ণই আলাদা। কাউকেই সে পাত্তা দিল না- সাথে একটা এসিস্ট্যান্ট মেয়ে আছে। তাকে ডেকে কিট ব্যাগটা দিতে বললো। মেয়েটা ব্যাগটা দিলে তার ভেতর থেকে বের করলো সিগারেট ও লাইটার- তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো: সিগারেট খেলে কারো কোন সমস্যা হবে কি না? আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম, হঠাৎ সে বললো - ওকে নো প্রবলেম আমি বাইরে গিয়ে খাচ্ছি। মেয়েটি বাইরে চলে গেলে আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মেকআপ ম্যান সবুজের দিকে তাকালাম। সবুজ জানালো সে চলচ্চিত্রের প্রাক্তন সহনায়িকা। কিছু ছবিতে নায়িকার ভূমিকাও করেছে- একসময় খুব নাম ডাক ছিল। অনেকদিন অভিনয় থেকে দূরে ছিল। আমাদের এই সিনেমার ডিরেক্টর একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য তাকে ডেকে এনেছে। প্রথম দর্শনেই আমি তাকে সহজভাবে নিতে পারলাম না। কেমন যেন দেমাগী, উচ্ছৃঙ্খল মনে হয়েছে। সারাদিন একসাথে কাজ করলাম কিন্তু মেয়েটা আমাদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চললো। চা বিরতির সময় আমরা সবাই হৈ হৈ করি, আড্ডা দেই আর সে হয় ফোনে না হয় দূরে কোথাও একা বসে থাকে। সবাই বলাবলি করতে লাগলো চলচ্চিত্র থেকে এসেছে তাই এতো অহংকারী। নদী মরে গেছে কিন্তু তার রেখা এখনও মরেনি। যা হোক শুটিং শেষ হতে অনেক রাত হলো। আমাদের রাত্রি যাপনের স্থান হলো ডিসি'র বাংলো। ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার খেয়ে শোবার পালা- রুম ডিস্ট্রিবিউশনের সময় কোন মেয়েই তার সাথে রুম শেয়ার করতে রাজি হলো না। বাধ্য হয়েই আমাকে রাজি হতে হলো। মেয়েটি আগেই রুমে চলে গেছে। আমি অন্যদের সাথে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে ধীরে সুস্থে রুমে গেলাম। নক করতেই দরজা খুললো এসিস্ট্যান্ট মেয়েটি।

ঘরে ঢুকতেই দেখলাম মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। মোবাইলে জোরে গান বাজছে। আমি কিছু না বলে নিজের বেডে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। গানের শব্দে অস্থির লাগছে, ঘুম আসছে না কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি নিজেই বললো-

- “আপনার অসুবিধা হচ্ছে?”
- সাউণ্ডটা একটু কমিয়ে দিলে ভালো হয়।
- আমাকে তুমি করে বলেন, আমি আপনার জুনিয়র।
- ওকে।

আমি আবারও শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম, কেন যেন ঘুম আসছে না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি আবারও বললো-

- আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলবো?

তার কথা শুনে আমি উঠে বসলাম।

- বল।
- না মানে আমি একটা কাজ করবো, আপনি যদি মাইন্ড করেন বা কাউকে বলে দেন সেই ভয়ে করতে পারছি না।
- কি কাজ?
- একচুয়ালি আমি, আমি-
- বল আমি কাউকে বলবো না।
- এটা না খেলে আমি কাল কাজ করতে পারবো না।
- কি এটা?
- জি মানে, মানে- ইয়াবা!

আমার চক্ষু চড়কগাছ। সামনে থেকে জীবনেও ইয়াবা দেখিনি। কি বলবো বুঝতে পারছি না।

- প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না, এটা না খেলে আমি কাল সত্যিই কাজ করতে পারবো না।

নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হতে লাগলো, কেন এখানে শুতে এলাম? শেষপর্যন্ত একটা এ্যাডিস্টেড মেয়ের সাথে রাত কাটাবো? দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলাম-কিছুই বললাম না।

- আপনি প্লিজ ইউনিটে কাউকে বলবেন না। তাহলে এখানে আর কাজ করতে পারবো না। এই কাজটা আমার খুব দরকার।

- ওকে বলবো না, লাইট টা আর গানটা বন্ধ করে দিলে ভালো হয়, আমাকে ঘুমাতে হবে। কাল ভোরে উঠে মেকআপ নিয়ে রেডি হতে হবে- ফাস্ট শট আমার।

আমি পেছন ফিরে শুয়ে পড়লাম। ওদিকে ওরা কি করছে আমি কিছুই বোঝার চেষ্টা করলাম না। পরদিন আমাদের পদ্মা নদীতে শুটিং ছিল। লঞ্চ করে পদ্মার মাঝামাঝি চলে গেছি আমরা। শুটিং চলছে। আজ তার আচরণ একটু ভিন্ন, কারণে অকারণে আমার সাথে কথা বলার ও সখ্যতা তৈরী করার চেষ্টা করছে। বুঝতে চাইছে তার গত রাতের বিষয়টা আমি কাউকে বলে দিয়েছি কি না। আজও রাত হলো শুটিং শেষ হতে। আউটডোর শুটিং তাই সবাই খুব ক্লান্ত। রাতে শুতে যাওয়ার আগে মনটা আবার বিষিয়ে উঠলো গত রাতের কথা ভেবে। তবুও যেতে হলো কারণ নতুন করে রুম ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বললে বামেলা হবে। সবার সামনে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। বাধ্য হয়ে চুপ রইলাম। রুম তুকে দেখলাম গানের সাউন্ড আগে থেকেই কমানো। আজ এসিসট্যান্ট মেয়েটি নাই।

- আসেন আপা আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে।

- হুম।
- বাট শুটিংটা কিন্তু খুব এক্সাইটিং ছিল। মাঝ নদীতে যখন ঝড় উঠলো, লঞ্চ উত্থাল পাখাল করছে ভয়ে তো আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। আর যখন দেখলাম ডিরেক্টরের চেয়ারটা উড়িয়ে নিয়ে গেল, আপা উল্টে পড়ে গেলো আমি ভেবেছিলাম আর হয়তো আপনজনের কাছে ফিরতে পারবো না। এখানেই সলিল সমাধি হবে। আমি তো সাঁতার জানি না। আপনি জানেন?

- হ্যাঁ।
- আজ আমার জীবনে বড় একটা শিক্ষা হল।
- কি?
- জীবন খুব সুন্দর। বেঁচে থাকার অনেক আনন্দের।
- হুম।

- আপনি মনে হয় আমার উপর খুব বিরক্ত।

- না না, তা কেন?
- আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
- আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম- তোমার এসিসট্যান্ট মেয়েটা কই?
- ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি, আজ ওকে লাগবে না আর এক বেডে দুজন ঘুমাতেও কষ্ট হয়।
- ওকে গুড নাইট।

আমি শুয়ে অপেক্ষা করছি, আজ আবার কখন খাবে। কিছুক্ষণ পর সে নিজে থেকেই বললো-

- আজ আর খাবো না, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি খুব খারাপ মেয়ে!
- না না তা ভাববো কেন?

- আসলে একটা সময় ছিল যখন দিনের পর দিন আমি এটা খেয়ে পড়ে থাকতাম, অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আবার আলোর জগতে ফিরে আসার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। ৩-৪ চারদিন পর পর এটা না খেলে কোন কাজই করতে পারি না, মনে হয় মরে যাবো।
- কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, আমি অপেক্ষায় থাকি আরও কিছু বলে কি না। একটু পর ওর মোবাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম একটা ফুটফুটে পরীর মত মেয়ের ছবি বয়স ৩-৪ বছর হবে।
- আমার মেয়ে শ্রোত।
- বাহ! কি মিষ্টি মুখ একদম পরীর মতো।
- বলেন, ওকে ছাড়া থাকা যায়?
- কেন কোথায় এখন শ্রোত?
- ওর দাদা-দাদীর কাছে।
- তুমি ওদের সাথে থাকো না?
- ওরা আমাকে মেনে নেয়নি, আমার পরিচয়ে বড় হলে শ্রোতের জীবন নাকি নষ্ট হবে তাই ওরা জোর করে আমার কাছ থেকে আমার শ্রোতকে নিয়ে গেছে।
- শ্রোতের বাবা?
- কোথায় আছে জানি না, শুনেছি আমেরিকা চলে গেছে।
- শ্রোতকে নিয়ে?
- না, শ্রোতকে ওর দাদা-দাদির কাছে রেখে গেছে, পরে নিয়ে যাবে।
- তুমি মা, তোমার সন্তান জোর করে রেখে দিতে পারে না, তুমি আইনের আশ্রয় নাও।
- ওরা অনেক ক্ষমতামূলী, আমি ওদের সাথে পেরে উঠবো না, তাছাড়া যাকে দিয়ে ওদের সাথে আমার সম্পর্ক সেই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তখন আর আমি কি করতে পারি!
- না দেখে, না বুঝে এমন একটা ফ্রড ছেলেকে বিয়ে করলে কেন?
- সিনেমার পর্দায় আমাকে দেখে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। যেখানেই আমার গুটিং থাকতো সেখানেই সে হাজির হয়ে যেতো। গুটিং চলার সময় আমার খিদে পেয়েছে কিনা? আমি কি খাবো? কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না আমার? কিভাবে বাসায় যাবো? সব নজরে রাখতো। খুব কেয়ারিং ছিলো। যত রাতই হোক, গুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতো। আমি একদম পান্ডা দিতাম না। দুই বছর আমার পেছন পেছন এভাবে ঘুরেছে। ওর পাগলামি আর ভালবাসা দেখে একসময় আমার মন গলে গেলো। ভালবেসে বিয়ে করে ফেললাম ওকে। শ্বশুরবাড়ির কেউই অভিনয় পছন্দ করে না তাই অভিনয় জগতও ছেড়ে দিলাম তবুও ওরা আমাকে মেনে নেয়নি। তারপরও সুখে ছিলাম আপা, শ্রোত জন্ম নিলো। পাঁচ বছর কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন ও বললো শ্রোতকে ওর দাদা-দাদী দেখতে চায়। আমি খুশি হয়ে মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম। সেই যে নিয়ে গেলো, ছয় মাস হয়ে গেছে ফিরিয়ে দিলো না। ওর বন্ধুদের কাছে শুনেছি শ্রোতকে ওর দাদা-দাদীর কাছে রেখে ও আমেরিকা চলে গেছে। আর ফিরবে না। শ্রোতকেও নিয়ে যাবে আরেকটু বড় হলে।
- আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম, দেখলাম ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।
- ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করি কিন্তু নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দিবো এমন সাহসী আমি নই, তাই এই পথ বেছে নিয়েছি। তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেব।
- শোন "Life is one time offer" দ্বিতীয়বার যাপন করা যায় না। এভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।
- কেন বাঁচবো বলেন? একসময় অনেক ব্যস্ত অভিনেত্রী ছিলাম। নাম, যশ, টাকা-পয়সা, ব্যস্ততা সব ছিল। এখন আমি শ্রোতের বাইরে। চাইলেও আর মূল ধারায় যেতে পারবো না। কি নিয়ে বাঁচবো?
- চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, চেষ্টা কর আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। আর তুমি শেষ হয়ে গেলে কারো কিছু আসবে যাবে না বরং তোমার শ্রোত জানবে তার মা নেশাগ্রস্ত বিকৃত রুচির মানুষ। তোমাকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তো দূরের কথা, ঘৃণা করবে সে।
- আমার কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েটা। অবচেতন মনে আমি তার মাথায় হাত রাখলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো।
- আমি আলোর জগতে ফিরতে চাই আপা, আগের মত অভিনয় করতে চাই, বাঁচতে চাই-মানুষের মত বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচান আপা, আমাকে আপনাদের পাশে রাখেন।
- দেখলাম গতকালের দেখা সেই আপাতঃ উচ্ছ্বল দেমাগী মেয়েটা শিশুর মত অব্যবহার্য ধারায় কাঁদছে। কি বলে সান্ত্বনা দেবো বুঝে উঠতে পারছি না। ততক্ষণে আমার চোখের কোণও ভিজে উঠেছে।

লেখক পরিচিতি: সংস্কৃতিকর্মী ও সহকারী পরিচালক, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রশিকা।

মাদকমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন

আবদুস সালাম

সে একটি মাদকমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতো
এক জীবনে এরচেয়ে ভালো স্বপ্ন আর কি হতে পারে
সে আরও অনুভব করতো মাদকদ্রব্য কিভাবে-
একটি দেশ ধ্বংস করছে
তরুণদের বিপথগামী করছে
সমৃদ্ধ পরিবারকে নিঃস্ব করছে।
সে একটি মাদকমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতো
মাদক নিরোধের জন্য তার দিবস রজনী জাগরণ
যা ছিলো তার জীবনের দৃষ্ট কঠিন শপথ
কিন্তু তবুও সে দেখতে পেল
তার সন্তান, তার নিজের সন্তান
ইয়াবা- গাঁজা- আফিমে আসক্ত
তার বন্ধু পরিচিত জন এমনকি শত্রু পর্যন্ত
কোকোইন- মদ - হেরোইনে আসক্ত
মাদকের করাল গ্রাসের কবলে প্রিয় মাতৃভূমি।
সে একটি মাদকমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতো
কিন্তু যখনই সে-
মরফিন- পেথিড্রিন- ফেন্সিডিলের বিরুদ্ধে
প্রলয় ডম্বর ধ্বনির মতো হুংকার ছাড়তো
তখনি তার মাথার ভেতর তার বুকের ভেতর
শুনতে পেত এক কঠিন তিরস্কার-
রে মূর্খ, মাদকমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিস
ভালো করে চেয়ে দ্যাখ
আমরা মাদক বিস্তার করেছি শহরে- গ্রামে -গঞ্জে সবখানে
আমরা দেশে এলএসডি দিয়েছি
আমরা দেশে ক্রিস্টালমেথ দিয়েছি
আমরা দেশে ক্যানাবিস কেঁক দিয়েছি।
সে ঘুমাতে পারেনা
ঘুমাতে না পারার যন্ত্রণায়
সে মাঝরাতে চিৎকার করে ওঠে
আমি একটি মাদকমুক্ত বাংলাদেশ চাই
একটি মাদকমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশ।
মাদকের কাছে পরাজিত জীবন- মানিনা
অমানিশা ঘোর তরুণ জীবন- মানিনা।।
তাই, মাদকাসক্তি করবো শেষ
গড়বো সোনার বাংলাদেশ।।

গগগান

শরণ বড়ুয়া

তোমরা মাদকদ্রব্য
কর রে বর্জন
ভাই ও বন্ধুগণ
মাদকদ্রব্য কররে বর্জন ॥

ও বোন ভাই
নেশা তোমরা না করিও
আয়ু থাকতে না মরিও
পরিবারের চিন্তাটা করিও।
তোমার আশায় রইছে বইয়া রে ২
মা-বাপ/ স্ত্রী, সন্তান পরিজন ॥

ও বোন ভাই
মাদকদ্রব্য না বেচিও
হাতকড়া না পরিও
ধরা পড়লে আর রক্ষা নাই।
মাদকের আইন বড় কড়া রে ২
জেলে/ দিওনা জীবন বিসর্জন ॥

ও বোন ভাই
কুসঙ্গ ত্যাগ করো
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ো
আওয়াজ তোল মাদকের বিরুদ্ধে।
মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে রে ২
এসো শপথ করি প্রতিজন ॥



গণনাটক আমার সন্তান আমার ভালবাসা

দৃশ্য: ১ স্থান: কলেজের রাস্তা সময়: সকাল

চরিত্র: রুমা, সালমান, চৈতি, রুবেল, জলি ও মেম্বর জলিল

চৈতি - চল, তাড়াতাড়ি চল। স্যারের কাছে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রুবেল - হুম চল। সামনে থ্রি টেস্ট পরীক্ষা। এখন আর ফাঁকি দেয়া যাবে না। তাদের প্রিপারেশন কেমন বলতো?

চৈতি - আর বলিস না খুব টেশনে আছি। মা অসুস্থ, ঘরের কাজ করব? না পরীক্ষার প্রিপারেশন নেব? খুব টেনশনে আছি।

জলি - মেয়েদের তো ঘরের কাজকর্ম করতে হয়, তাদেরতো ঘরের কাজ করতে হয় না। তোরা তো মায়ের তৈরি খাবার খাস, শাট প্যান্ট পরিস আর কলেজে দৌড় দিস।

রুবেল - হুম, কাজ কর্ম শুধু তাদের থাকে, আমাদের কোন কাজ থাকে না। আমাদেরও ক্ষেতের কাজ করা, বাজার করা, মাকে সাহায্য করা, বাবার ফাইফরমাশ খাটা সব করতে হয়। আচ্ছা সালমান আর রুমা কইরে? একসাথেইতো এলাম, কোথায় ওরা?

চৈতি - আর বলিস না ওদের কথা। সব সময় পিছনে পিছনে হাঁটে। কি এতো গল্প করে দুজনে কে জানে?

রুবেল - ঐ সালমান, ঐ রুমা (চিৎকার করে ডাকে)...তাড়াতাড়ি আয়। (সালমান আর রুমা প্রবেশ)

সালমান - এতো ডাকাডাকি করছিস কেন? পিছনেই তো আছি।

জলি - তোদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।

রুমা - ইশ! পা ব্যথা হয়ে গেছে!

জলি - তা নয়তো কি?

চৈতি - উফ থামতো, চল তাড়াতাড়ি প্রাইভেট পড়ে বাড়ি যাই। বাড়িতে অনেক কাজ আছে। (মেম্বার জলিল সাহেবের প্রবেশ)

সবাই - আসসালামুয়ালাইকুম চাচা।

জলিল - ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোথায় যাচ্ছে সবাই মিলে?

চৈতি - স্যারের কাছে পড়তে যাচ্ছি, সামনে আমাদের পরীক্ষা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন চাচা।

জলিল - অবশ্যই, অবশ্যই। দোয়া করি- তোমরা সবাই যেন ভাল রেজাল্ট কর। (সবাই বিদায় নেয়)

জলিল - সালমান। (সালমান এগিয়ে আসে) মনে আছে তো আগামী পরশুদিন উত্তর পাড়ার সাথে ফুটবল টুর্নামেন্ট। ঠিকমত প্রাকটিস করছো তো? তোমার কিন্তু ভালো করে খেলতে হবে।

সালমান - জি চাচা। দোয়া করবেন।

জলিল - এবারও কিন্তু কাপটা জিততে হবে। তুমি হলে এ গ্রামের সেরা খেলোয়ার, তোমার উপরই ভরসা।

সালমান - চাচা এবার দলটা খুব ভাল করে গঠন করেছি। আপনার কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

জলিল - কি করতে হবে বল।

সালমান - আমাদের একসেট জার্সি দিতে হবে।

জলিল - (হেসে বলে) শুধু জার্সি কেন? জিততে পারলে যা খেতে চাও তাই খাওয়ানো। কোন কিছুর দরকার হলে আমাকে বলো।

আমি হলাম এ এলাকার মেম্বার, আমাকে না বললে কাকে বলবে?

সালমান - ঠিক আছে চাচা দোয়া করবেন।

জলিল - তাহলে ভালমত প্রাকটিস করো। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানিও।

দৃশ্য-২ স্থান: রুবেলদের বাড়ি সময়: সকাল

চরিত্র: রুবেলের মা, বাবা ও রুবেল (মা ঘর বাঁড়ু দিতে দিতে ডাকবে)

মা - রুবেল, রুবেল। এ্যাই রুবেল।

রুবেল - জি মা

মা - তুই কলেজে যাবি না?

রুবেল - এইতো যাচ্ছি, আজ মনে হয় দেরি হয়ে গেলো, মা ১০০ টাকা দাও।

মা - কি করবি?

রুবেল - বন্ধুদের নিয়ে চা নাস্তা খাবো।

মা - ঠিক আছে, এই নে।

রুবেল - আচ্ছা আসি। (রুবেলের বাবার প্রবেশ)

বাবা - রুবেল কলেজে যাচ্ছিস?

রুবেল - হ্যাঁ বাবা।

বাবা - সাবধানে যাবি, ভালমত পড়ালেখা করবি। কোনো আজ্ঞে বাজে ছেলেদের সাথে মিশবি না। (রুবেলের প্রস্থান) রুবেলের মা, বাজার এনেছি, রান্না কর, আমি মাঠে গরু নিয়ে যাচ্ছি।

মা - ঠিক আছে যাও। বেলা হয়ে গেছে আমি রান্না করতে গেলাম। (দুজনেই প্রস্থান)

দৃশ্য: ৩ স্থান: কলেজের রাস্তা সময়: সকাল

চরিত্র: রুমা, সালমান, চৈতি, রুবেল ও জলি (রুবেল ও তিনজন ছাত্রীর প্রবেশ)

রুবেল - আমি এতো ভাল রেজাল্ট করবো। কল্পনাও করিনি।

রুমা - আসলেই এত ভাল রেজাল্ট করব আমিও ভাবিনি!

জলি - আমি তো ইংরেজীতে কাঁচা, ভেবেছিলাম ফেল করবো কিন্তু খুব ভাল নাম্বার পেয়েছি।

চৈতি - আমি ম্যানেজমেন্টে খুব ভাল নাম্বার পেয়েছি।

রুবেল - আমি মনে করেছিলাম একাউন্টিং-এ খারাপ করব। একাউন্টিং-এ-ই সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছি।

চৈতি - ঘরের কাজ কর্ম করে এতো ভালো রেজাল্ট করব কল্পনাও করিনি। তুই সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছিস (রুবেলকে) আমাদের খাওয়াতে হবে।

সকলে - হ্যাঁ হ্যাঁ খাওয়াতে হবে।

রুবেল - ওকে, শুক্রবার আমার বাড়িতে তোদের দাওয়াত। সবাই আসবি। (বিষন্ন মনে সালমানের প্রবেশ)

চৈতি - এ্যই সালমান- আমরা সবাই ভালমত পাশ করলাম। তোর পড়ালেখার মনযোগ কোথায় গেল? তুই ফেল করলি কেন?

রুবেল - সালমান, তুই চিন্তা করিস না, এটা প্রি-টেস্ট পরীক্ষা, যে কয়টা বিষয়ে ফেল করেছিস সেগুলো ভালো করে পড় এখনো সময় আছে। টেস্টে ভালো করতে হবে। চল সবাই বাড়ি যাই। (রুমা ও সালমান বাদে সবাই চলে যাবে)

রুমা - কত করে বললাম, ভালমত পড়ালেখা কর। আমার কথা শুনলে না। আমরা সবাই পাশ করেছি তুমি ফেল করলে।

ভালমত পড়ালেখা কর না হয় তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। (রাগ করে রুমা বেরিয়ে যায়। সালমা কিছুক্ষণ মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। (ধীরে ধীরে চলে যায়)

দৃশ্য: ৪ স্থান: সালমানের বাড়ি সময়: সন্ধ্যা

চরিত্র: সালমান, সালমানের মা ও বাবা (সালমানের বাবা উত্তেজিত হয়ে ঢুকবে)

বাবা - সালমানের মা- সালমানের মা

মা - কি ব্যাপার, কি হইছে? ঘরে ঢুকে এভাবে চিৎকার চেঁচামেছি করছ কেন?

বাবা - কি হইছে মানে? তোমার ছেলের খবর টবর কিছু জানো? সে তো পরীক্ষায় ফেল করছে!

মা - ছেলে রেজাল্ট খারাপ করেছে তা আমি কি করবো? এটা দেখার দায়িত্ব কি শুধু আমার একার?

তোমার কোন দায়িত্ব নাই?

বাবা - আমি ব্যস্ত থাকি ব্যবসার কাজে। তুমি সারাদিন কি কর? একটু খেয়াল রাখতে পারো না? তুমি ছেলেটাকে আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছো।

মা - ছেলে ইংরেজীতে কাঁচা। একশবার করে বলেছি ইংরেজীর জন্য প্রাইভেট মাস্টার দাও। দিয়েছো?

বাবা - দুইটা মাস্টার তো দিয়েছি। প্রতি সাবজেক্টে কি একটা একটা করে মাস্টার দিতে হবে?

মা - দিতে হবে। ভালো রেজাল্ট চাইলে দিতে হবে। বর্তমানে যুগে যা চলছে তাই করতে হবে।

বাবা - ওর বন্ধু রুবেলের বাবা তাকে কি এতগুলো মাস্টার দিচ্ছে সে লেখাপড়া করছে না? যার হবার নয় তাকে দশটা মাস্টার দিলেও হবে না। তোমার ছেলের পড়ালেখার মাথা ভালনা। তাকে দিয়ে পড়ালেখা হবে না। তার পিছনে টাকা খরচ করে কোন লাভ নাই।

ওরে বল আর লেখাপড়ার দরকার নাই। এখন থেকে আমার সাথে ব্যবসার কাজে মন দিক। (সালমানের প্রবেশ)

বাবা - আসছে আমার রাজপুত্র আসছে।

সালমান - তোমাদের জন্য ঘুমাতেও পারবো না? এত টেঁচামেচি করছো কেনো?

মা - ঘুমাতে পারছিস না, না? পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে তোর ঘুম আসে কি করে? তোর জন্য আমার কথা শুনতে হয়।

সালমান - আমি তো পড়েছি ঠিকমত..

মা - পড়াশোনা ঠিকমত করলে ফেল করলি কেন? কি করবি তোর বাবাকে বল। আমি কিছু জানি না।

বাবা - তোকে আমি শেষ বারের মত বলছি তোর দ্বারা পড়ালেখা হবে না। তোর আর কলেজে যাওয়া লাগবে না। আগামীকাল থেকে আমার দোকানে বসবি আর না হলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবি। তোর চেহারা আমি আর দেখতে চাই না। (বউকে) তোমাকেও বলি ছেলেকে ঠিক করতে না পারলে তোমারও জায়গা নাই এ বাড়িতে। (বাবার প্রস্থান)

মা - এবার তোর আশা পূরণ হইছে? (মারতে থাকবে) সব দোষ আমার! তোর ভাত নাই এ বাড়ি। দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে। না হলে তুই থাক তোর বাবার ঘরে আমি দুচোখ যদি কে যায় সেদিকে চলে যাব। (কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান)

সালমান - মা বাপ এমন হয়!। আজীবন পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে এসেছি- কোনদিন একটু আদর মহব্বত করে বলেনি ভালো করেছিস বাবা। আজকে যখন ফেল করেছি। “বাবা কয় ঘরের বাইরে চলে যেতে, মা কয় ভাত দিতে পারব না” এ রকম পাষণ্ড মা-বাবা আর দিখি নাই। ও মা তুমিও শোন (মায়ের উদ্দেশ্যে) - আমি চলে যাচ্ছি। আর আসবো না, তোমাদের মত পাষণ্ড মা বাপের ঘরে থাকবো না। দুচোখ যে দিকে যায় চলে যাবো। (প্রস্থান)

দৃশ্য-৫ স্থান: গাছতলা সময়: রাত

চরিত্র: সালমানের বাবা ও আসলাম (মাদক ব্যবসায়ী)

আসলাম - এই গাছতলায় তো আসতে বলেছিল, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কতক্ষণ অপেক্ষা করব।

বাবা - আসলাম.. কি খবর? ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে?

আসলাম - আসসালামু আলাইকুম ভাই, ব্যবসা তেমন ভাল না।

বাবা - কি বলছ এসব? তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না। উত্তর পাড়ার রহিম মিয়া, পশ্চিম পাড়ার আকাশ খুব ভাল মাল চালাচ্ছে। তুমি পারছো না নতুন নতুন পার্টি ধরতে। এমন চললে তো ব্যবসা লাটে উঠবে। তুমি যদি পার্টি জোগাড় করতে না পারো তাহলে এ ব্যবসা ছেড়ে দাও। শোন স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের টার্গেট কর। যাদের বাপের বেশী বেশী টাকা আছে তাদেরকে একবার ফ্রি খাওয়াও। পরে নিজেই কিনে খাবে। যারা দৈনিক ইনকাম করে কাঁচা টাকা আয় করে তাদের ধরো। তোমাকে শেষবারের মত বলে যাচ্ছি। যদি ব্যবসা করতে না পার তাহলে খাতা থেকে তোমার নাম কেটে দেব। আর নাম কাটা গেলে কি হয় জানো তো? আর একটা কথা শোন পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী আমাদের পিছনে লেগে আছে। খুব সাবধান।

আসলাম - জ্বী বড় ভাই (বড় ভাই এর প্রস্থান) ইশ নাম কেটে দেবে! আরে একটা পার্টি যোগাড় করা কত কঠিন জানে? কত ফন্দি ফিকির করতে হয় জানে সে? (স্বগত) দিনে পাঁচশ ইয়াবা বিক্রি করা চাট্টিখানি কথা না। যাই দক্ষিণ পাড়ায় কিছু মাল দিয়েছিলাম খবর নিয়ে আসি। আর যাবার পথে কলেজের দিকে ঘুরে যাই। দেখি কোন পার্টি পাই কি না (প্রস্থান)

দৃশ্য-৬ স্থান: কলেজের মাঠ সময়: সন্ধ্যা

চরিত্র: সালমান, আসলাম (রাগান্বিত সালমানের প্রবেশ)

সালমান - পরীক্ষায় ভাল করলেও কোন নাম নেই। খারাপ করছি বলে এভাবে গালিগালাজ করে কোন বাবা মা? রুমাও ছেড়ে চলে গেলো। একটু ভাবলো না ফেল করে আমার মনটা কত খারাপ হয়েছে। কতখানি অপমান লাগছে! মা বাবা তো আমার মনটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারতো! মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে পারতো ভালো করে পড় সামনের পরীক্ষায় ভালো করবি। আমি না খেয়ে মরে যাব তবু বাড়িতে আর যাব না। খিদেও লেগেছে কি করি? (মন খারাপ করে বসে থাকে, আসলামের প্রবেশ)

আসলাম - (দুর থেকে সালমানকে দেখে) মনে হয় পার্টি একটা পেয়েছি। (কাছে গিয়ে) এখানে কে রে?

সালমান - আমি সালমান।

আসলাম - কি হইছে এখানে মন খারাপ করে বসে আছো কেন?

সালমান - কিছু হয়নি ভাই।

আসলাম - মা বাবা গালি দিছে? নাকি প্রেমিকা ছেড়ে চলে গেছে?

সালমান - আর বলেন না, কি পাষণ্ড মা বাপ পরীক্ষায় ফেল করলে কি ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেয়?

আসলাম - আহ-হা-হা। এ রকম আমার বেলায়ও হয়েছে। তোমার মা বাপ তো ঘর থেকে বের করে দিছে

আমার মা বাপ জুতা পেটা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিছে। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর নাই।

সালমান - একবার ফেল করলে এমন করে? রুমাও বললো আর কোন সম্পর্ক নেই। আমার এতো খারাপ লাগছে কি বলবো।

আসলাম - হুম বুঝতে পারছি তোমার মন খুব খারাপ। আমার কাছে মন ভালো করার ওষুধ আছে।

সালমান - মন ভালো করার ওষুধ?

আসলাম - হুম জ্বর উঠলে যেমন ট্যাবলেট খায়, সর্দি কাশি হলে সিরাপ খায়, ঠিক তেমনি মনের কষ্ট ভোলার জন্য ওষুধ আছে।

এইটা খাইলে মনে কোন দুঃখ থাকে না। মনে হয় আকাশে উড়ছো। তুমি খেয়ে দেখতে পারো। লাগবে তোমার?

সালমান - না ভাই, আমাকে একা থাকতে দাও।

আসলাম - তুমি একবার খেয়ে দেখ, মনের কষ্ট আর থাকবে না।

সালমান - না ভাই আমার দরকার নেই।

আসলাম - তুমি একবার খাও, যদি ভাল না লাগে তাহলে আর বলবো না।

সালমান - সত্যি! মনের কষ্ট চলে যাবে?

আসলাম - সত্যি। এই ওষুধ শুধুমাত্র আমার কাছেই পাবা। লাগলে প্রতিদিন আমার কাছ থেকে নিয়ে যাইও।

দৃশ্য: ৭ স্থান: রুবেলের বাড়ি সময়: দুপুর

চরিত্র: চৈতি, জলি ও রুমা (চৈতি, জলি ও রুমার প্রবেশ)

চৈতি - চাচী ও চাচী, বাড়িতে আছেন?

মা - কে গো মা?

সকলে - আসসালামালাইকুম। চাচী কেমন আছেন?

মা - ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি। তোমরা কেমন আছ?

রুমা - চাচী রুবেল বাড়িতে আছে?

মা - আছে। সে তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রুবেল ও রুবেল। কারা এসেছে দেখ।

রুবেল - জি মা, আসছি। (রুবেলের প্রবেশ)

রুবেল - ও তোরা আসছিস? মা তুমি ওদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা কর। (বাবার প্রবেশ)

সকলে - আসসালামালাইকুম চাচা কেমন আছেন?

বাবা - ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি। কেমন আছো তোমরা। ভালোভাবে পাশ করেছে সবাই জেনে খুশী হলাম।

রুবেলের মা খুব ভাল মাছ পেয়েছি। ভাল করে রান্না কর। আমি মাঠে গেলাম।

মা - আচ্ছা যাও। আসার সময় চা আর চিনি নিয়ে এসো। (মা বাবার প্রস্থান)

রুবেল - আচ্ছা সালমানের কি খবর বলতো? কয়েকদিন যাবৎ দেখছি না। ওকেও আনলি না কেন?

চৈতি - পরীক্ষায় খারাপ করার পর থেকে কলেজেও যায় না। স্যারের কাছেও পড়তে যায় না। আমাদের সাথে মেলামেশা করে না। রুমা তোর সাথে দেখা হয় না?

রুমা - না। ওর সাথে কথা নাই। ওর যা খুশি তাই করুক।

রুবেল - কি যে বলিস! ও আমাদের বন্ধু, ফেল করে ওর মন খারাপ হয়েছে। এসময় ওর পাশে আমাদের থাকা উচিত। তোরা ভাবিস না আমি ওর বাড়ি যাবো, ওকে খুঁজে বের করবো। এখন চল ভেতরে।

দৃশ্য: ৮ স্থান: সালমানদের বাড়ি সময়: দুপুর

চরিত্র: সালমান, সালমানের মা (বাজারের ব্যাগ হাতে সালমানের প্রবেশ)

সালমান - মা, ও মা, মারে ---

মা - বাজার এনেছিস? (সালমান বাজরের ব্যাগ ছুঁড়ে মারবে)

মা - তুই বাজার গুলো এভাবে ছুঁড়ে মারলি? (ব্যাগ তুলে দেখবে) সবকিছু ঠিকমত এনেছিস? একি! তোকে ৫০০/- টাকা দিয়েছি এগুলো কি বাজার আনলি? মুরগী আনতে বলেছিলাম, মুরগী কই?

সালমান - আজকে সালামের দোকান খুলে নাই।

মা - পরশুদিন বললি মফিজের দোকান বন্ধ আটা আনতে পারিনি, আজকে সালামের দোকান খুলে নাই মুরগী আনিস নি। তুই এত মিথ্যা কথা বলা শুরু করেছিস কেন?

সালমান - যা পাইছি তাই আনছি। ভালো না লাগলে নিজে গিয়ে বাজার করো।

মা - তোকে বললাম তোর বাবা এগুলো দিয়ে ভাত খেতে পারে না, একটা মুরগী আনতে।

সালমান - তোমাকে না বললাম দোকান খুলে নাই।

মা - ঠিক আছে আর টাকা কোথায়?

সালমান - টাকা নাই, খরচ হয়ে গেছে।

মা - তুই প্রত্যেকদিন এত টাকা দিয়ে কি করিস?

সালমান - এতো ঘ্যান ঘ্যান করো না তো। এগুলো শুনতে আমার ভাল লাগছে না আমি গেলাম। (প্রস্থান)

মা - আমার কথা তো তোর ভাল লাগবে না। বাজার করতে দিলে প্রতিদিন ১০০/২০০ টাকার কোন হিসাব পাই না। এত টাকা দিয়ে সে কি করে? লেখাপড়া ঠিকমত করে না, রাত বিরাতে বাড়ি ফিরে, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়, ভেতরে কি করে কিছু বুঝতে পারি না। ঠিকমত খায়দায় না, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। ওর বাবা থাকে তার তালে। আজকে আসুক। ছেলের দায়িত্ব শুধু মায়ের একার না বাপেরও আছে। ছেলে কোথায় যায়, কোথায় খায়, কি করে না করে এগুলোর খোঁজ খবর নিতে হবে।

দৃশ্য: ৯ স্থান: রাস্তা সময়: দুপুর

চরিত্র: সালমান, রুমা ও আসলাম

সালমান - টাকা কোথায় পাই। যে কয়টা টাকা আছে এ দিয়ে তো মাল হবে না। রুমা শেষ ভরসা, সেতো কলেজে গেছে আসার সময় হয়েছে। এ পথ দিয়ে আসবে, দেখি ওর কাছ থেকে কিছু নিতে পারি কি না। (অপেক্ষা করে, রুমার প্রবেশ, সালমানকে দেখে রুমা রাগে মুখ ফিরিয়ে নেবে)

সালমান - রুমা দাঁড়া, তোর সাথে আমার কথা আছে।

রুমা - তোর সাথে আমার কোন কথা নাই। পথ ছাড়।

সালমান - প্লিজ একবার শোন, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করবো না। প্লিজ...

রুমা - আচ্ছা বল।

সালমান - ইয়ে মানে আমার পাঁচশ টাকা খুবই দরকার।

রুমা - ৫০০/- টাকা! কি জন্য?

সালমান - মা অসুস্থ। ঔষধ কিনতে গিয়েছিলাম। দোকানে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি টাকাটা নাই। হয়তো কোথাও পড়ে গেছে। আমাকে ৫০০/- টাকা ধার দাও আমি কাল সকালে দিয়ে দেব।

রুমা - কালকে তো দেখলাম খালাম্মা ভাল মানুষ তার আবার কি অসুখ হলো। তুই মিথ্যা কথা বলছিস। এর আগেও তুই মিথ্যা বলে চৈতির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস। পথ ছাড়। আমার কাছে কোন টাকা নাই।

সালমান - প্লিজ, দে না।

রুমা - টাকা নাই বললাম না, পথ ছাড়। (সালমানকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাবে।)

সালমান - এখন কি করবো? কার কাছে যাবো। টাকা কোথায় পাবো? (আসলামের প্রবেশ)

আসলাম - তুই এখানে?

সালমান - ভাই আমাকে একটা ট্যাবলেট দাও না।

আসলাম - বাকী দেব না, তুই অনেক বাকী খেয়েছিস, তোর কাছে অনেক টাকা পাই। আগের সাড়ে এগার হাজার টাকা দে।

সালমান - ভাই এখন মাল না খেলে আমি মরে যাবো। আজকের দিনটা দাও। আর বাকি চাইবো না। ভাই তোমার পায়ে পড়ি মাত্র একটা ট্যাবলেট দাও। (অস্থির হরে কাকুতি মিনতি করবে, হাতে পায়ে ধরবে)

আসলাম - তুই আমার পাওনা টাকা দে। আমাকে এদিকে দেখলে তুই ওদিক দিয়ে চলে যাস। ব্যাপারটা কি?

সালমান - ভাই আমি খালার কাছ থেকে টাকা এনে তোমাকে দেবো। একটা মাল দাও ভাই।

আসলাম - তুই খালার কাছে যা, না হয় ফুফুর কাছে যা, যেখান থেকে পারিস টাকা এনে দে। তোকে আজকে সময় দিলাম আগামীকাল সকাল ১১টায় মনু মিয়ার পানের দোকানের পাশে আমি থাকব। তুই যদি টাকা নিয়ে না আসিস, তোকে মেরে হাত পা ভেঙে ফেলব। (সালমানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। নেশাদ্রব্য না পেয়ে পাগলের মত সালমান হয়ে বেরিয়ে যায়)

দৃশ্য: ১০ স্থান: সালমানদের বাড়ি সময়: দুপুর

চরিত্র: সালমান, সালমানের মা, রুবেল ও সালমানের বাবা

মা - কোথায় গেলো ছেলেটা? গতকাল সকালে ছেলে বাড়ি থেকে চলে গেল, আর ফিরল না। কোথায় থাকল, কি খাইল, কোথায় ঘুমাইল? কিছই বলতে পারি না। (অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় সালমানের প্রবেশ। সালমানকে দেখে মা আঁতকে উঠবে)

মা - তুই এসেছিস? কোথায় ছিল গতকাল? তোর চেহারা এমন ইইছে কেন? এমন করছিস কেন?

সালমান - আমার টাকার দরকার। অনেক টাকা। অনেক টাকা। টাকা দাও।

মা - অনেক টাকা! এত টাকা দিয়ে কী করবি? তোর বাপ না আসলে টাকা কোথেকে দেব?

সালমান - তার কথা বাদ দাও তো, টাকা চাইতে গেছি বলে মারতে চেয়েছে, তুমি টাকা দাও ।

মা - আমি টাকা কোথায় পাব? আমার হাতে কোন টাকা নাই ।

সালমান - আমি এতো বুঝি না, আমার টাকা লাগবে, টাকা দাও ।

মা - বললাম তো টাকা নাই । তাছাড়া তোর এতো টাকা কোথায় লাগে? না বললে টাকা দেবো না ।

সালমান - দেবে না? (মায়ের গলার চেইন টান দিয়ে ছিঁড়ে নেয়) এটা বিক্রি করে টাকা নিয়ে নেবো । (প্রস্থান)

মা - ও বাবা? তুই এটা কি করলি? (বিলাপ করে কাঁদতে থাকবে । রুবলের প্রবেশ)

রুবল - চাচী কি হইছে কাঁদছেন কেন?

মা - সালমানকে টাকা দেইনি তাই সে আমার গলার সোনার চেইন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ।

রুবল - কি! ওর এতো অধঃপতন হয়েছে? চাচী আপনি ভাববেন না আমি দেখছি ও কোথায় গেলো । (সালমানের বাবার প্রবেশ)

বাবা - কি হয়েছে কাঁদছো কেন?

রুবল - চাচা, সালমান চাচীর গলার সোনার চেইন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ।

বাবা - কি? আমার ছেলের এত অধঃপতন হয়েছে? তার এত বড় সাহস? নিজের মায়ের গলার চেইন নিয়ে গেছে? চল সে কোথায় গেছে দেখি পাইলে পিঠের চামড়া তুলে নেব ।

রুবল - চাচা, আপনারা যান আমি মেসার চাচাকে নিয়ে আসছি । (সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য:১১ স্থান:রাস্তা সময়:দুপুর

চরিত্র:রুমা, রুবল, সালমান সালমানের মা-বাবা ও জলিল (চেইন হাতে সালমানের প্রবেশ)

সালমান - মা তুমি আমাকে মাফ করে দিও মা (চেইন দেখিয়ে) । আমার আর কোন উপায় ছিলো না । ট্যাবলেট ছাড়া আমি বাঁচবো না । তাছাড়া টাকা না দিলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে । আমাকে মাফ করে দিও মা । (অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে । রুমা সালমানকে পড়ে থাকতে দেখবে) ।

রুমা - সালমান তোমার কি হয়েছে? কথা বলো সালমান । আমি বুঝতে পারিনি, আমার জন্য তোমার এই অবস্থা, আমি দায়ী ।

আমার ভুল হইছে আমাকে মাফ করে দাও । (চিৎকার করে) কে কাথায় আছো, শীগগীর আসো, দেখো সালমানের কি হয়েছে ।

সালমান ওঠো, কথা বলো (মা বাবার প্রবেশ)

বাবা - সালমান, সালমান কি হইছে তোর? (সালমানের হাতে থাকা চেইনটি নিয়ে) বুঝতে পেরেছি তোর কি হয়েছে, তুই কোন ফাঁদে পা দিয়েছিস । আমি শুধু নিজের লাভের কথা ভেবেছি, ভাবিনি সমাজের কতবড় ক্ষতি করছি, ভাবিনি কত মায়ের সন্তানকে নষ্ট করছি আজ আমার পাতা ফাঁদে আমার সন্তানই পা দিয়েছে । হায়! আমি একি সর্বনাশ করলাম! (জলিল ও রুবলের প্রবেশ) ।

বাবা - মেসার সাহেব আমি নিজের ব্যবসার পাশাপাশি অধিক টাকার লোভে মাদক ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছি । এই মাদকেই আমার ছেলে নষ্ট হয়ে গেল আমাকে শাস্তি দেন, শাস্তি দেন ।

জলিল - তুমি যে কাজ করেছো তা জঘন্য । তোমাদের মত স্বার্থপর মানুষের কারণে এদেশের সোনার ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ । যারা এই মাদক ব্যবসা করে তারা যদি একটু ভাবতো দেশের কতবড় ক্ষতি তারা করছে তাহলে

সালমানের মত সোনার ছেলেরা এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতো না । আর আমরা যারা মা বাপ আছি, আমরা যদি সন্তানদের আদর

সোহাগের পাশাপাশি একটু খোঁজ খবর রাখি, সন্তান কোথায় যায়, ঠিক মত পড়ালেখা করে কিনা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে,

খেলাধুলায় যুক্ত রাখি তাহলে আমাদের সন্তানেরা বিপথগামী হতো না । রুবল সালমানকে হাসপাতালে নিয়ে যাও, আর তুমি

(সালমানের বাবাকে) আমার সাথে থানায় চলো । শাস্তি তোমার হবেই । (সকলের প্রস্থান)

মাদকবিরোধী স্লোগান

❖
দেশকে ভালোবাসি
মাদককে না বলি ।

❖
ছাত্র যুবক মিলাও হাত
মাদক ব্যাধি নিপাত যাক ।

❖
মাদকাসক্তি রুখবোই
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বোই ।

❖
ভয়াবহ এক ব্যাধি মাদকাসক্তি
যুবকরাই এর প্রতিরোধ শক্তি ।

❖
মাদকের নেশা সর্বনাশা

❖
মাদককে না বলি
যুব সমাজ রক্ষা করি ।

❖
You Don't Need Heroin
To be a Hero

❖
মাদকের আইন বড় কড়া
এর ফাঁদে দিওনা ধরা ।

❖
মাদককে না বলি
সুখী পরিবার গড়ে তুলি ।

❖
চল যাই যুদ্ধে -
মাদকের বিরুদ্ধে ।

❖
জীবনকে ভালোবাসুন
মাদক থেকে দূরে থাকুন ।

❖
নেশা ছেড়ে কলম ধরি
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি ।

❖
আপনার সন্তানের খোঁজ রাখুন
মাদক থেকে নিরাপদে থাকুন ।

❖
নেশা ছেড়ে কলম ধরি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি ।

❖
জীবন বড় চমৎকার
মাদক মানে অন্ধকার ।

❖
মাদক সেবন করবো না
জাতির ক্ষতি হবে না ।

❖
যেখানে মাদক - সেখানে প্রতিরোধ

❖
আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার ।

❖
মাদকে কোনো পুষ্টি নাই
খেলে কিন্তু রক্ষা নাই ।

❖
মাদকেতে নাইরে সুখ
এতেই বাড়ে চরম দুঃখ ।

❖
মাদকাসক্তি ভয়াবহ রোগ
চিকিৎসাতেই হয় নীরোগ ।

❖
মাদক বেচে সম্পদ গড়ি
বুলবে গলায় ফাঁসির দড়ি ।

❖
সবাই হলে সচেতন
মাদক হবে নিয়ন্ত্রণ ।

❖
মাদকাসক্তি করবো শেষ
গড়বো সোনার বাংলাদেশ ।
মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকুন ।

❖
এসো সবাই পণ করি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি ।

❖
মাদক পরিহার করুন
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ুন ।

❖
মাদক সেবন বর্জন করি
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি ।

❖
জীবন একটাই তাকে ভালোবাসুন

❖
মদ, গাঁজা, তাস
এসব করে সর্বনাশ ।

❖
মাদকের ছোবলে
দেশ যায় রসাতলে ।

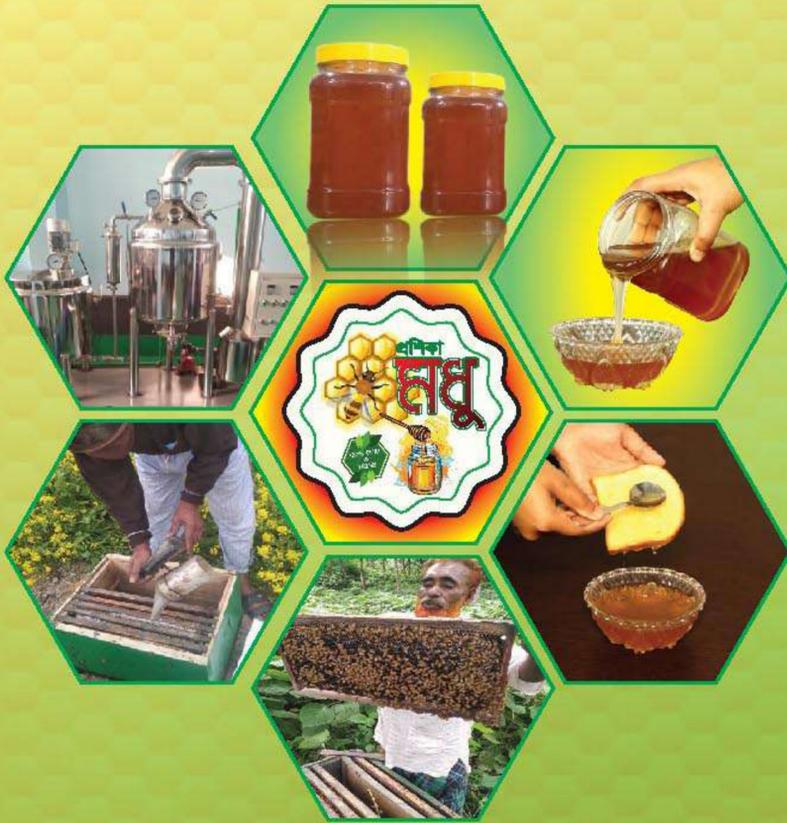
প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টারের পানি মানেই বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও প্রাকৃতিক পানি



যোগাযোগ

প্রধান কার্যালয়
প্রশিকা ভবন
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
হট লাইনঃ ০১৮৮৮০০০২৮৫-৬

লিয়াজেঁ অফিস
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩-২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
শাহআলী বাগ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইলঃ ০১৭১৪-৩৬১০০৮



প্রশিকার মধু

সুস্বাস্থ্যের যাদু

যোগাযোগ

প্রধান কার্যালয়
প্রশিকা ভবন
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
হট লাইনঃ ০১৮৮৮০০০২৮৫-৬

লিয়াজেঁ অফিস
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩-২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
শাহআলী বাগ মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইলঃ ০১৭৬৭৩৮৪৯৭৯, ০১৬৭৪৯৮৮৩৮৪

স্বপ্নবুনন জানুয়ারি ২০২২ ॥ পৌষ ১৪২৮



প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

